পরিমার্জিত ডিপিএড
প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি)

মডিউল ২: শিক্ষার্থী উন্নয়ন

উপমডিউল ২

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

তথ্যপুস্তক

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

লেখক (১ম সংস্করণ)

মোঃ মাহফুজুর রহমান জুয়েল, শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মোঃ দুলাল মিয়া, শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
তুষার কান্তি বিশ্বাস, শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
নিশাত জাহান জ্যোতি, গবেষণা কর্মকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
নাহিদ পারভীন, এসইডি, স্পেশালিস্ট, ব্রাক আইডি

পরিমার্জনে সহযোগিতা

মোঃ দুলাল মিয়া, শিক্ষা অফিসার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সামছুন নাহার, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ
শাহীন মমতাজ, সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ
শাহীনা আকতার, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই ফেনী
আবুল কালাম আজাদ, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই মেহেরপুর
সাবিহা তাসমিম অনন্যা, রুম টু রিড বাংলাদেশ

প্রধান সমন্বয়ক

ফরিদ আহ্মদ
মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

সমন্বয়ক

মাহবুবুর রহমান
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মোঃ ইমামুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
জিয়া আহমেদ সুমন, পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
ড. মোহাম্মদ রুহুল আমীন, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি
মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ
মোঃ আব্দুল আলীম, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ বিভাগ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মোঃ জহুরুল হক, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
সাদিয়া উম্মুল বানিন, উপপরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
এ কে এম মনিরুল হাসান, উপপরিচালক (মূল্যায়ন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

প্রচ্ছদ

সমর এবং রায়হানা

প্রকাশক ও প্রকাশকাল

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
জানুয়ারি, ২০২৫

মুখবন্ধ

বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মডেল সব সময় পরিবর্তনের ও পরিমার্জনের দাবি রাখে। শিক্ষকের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং প্রশিক্ষণকে অর্থবহ করতে আমাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সবসময় সমন্বয় করা হয়।

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন বা কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছেন শিক্ষক। তবে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয় না। আবার প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকের মান ইত্যাদির ন্যূনতার কারণেও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ব্যাহত হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তু ও কার্যকর শিখন-শেখানো কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা জরুরি।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রবর্তিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারিএডুকেশন) কোর্স এযাবতকাল মানসম্মত শিক্ষক বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীতে ডিপিএড ইফেক্টিভনেস স্টাডি-এর মাধ্যমে ও সময়ের পরিক্রমার সাথে ডিপিএড কোর্সের সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে ডিপিএড কোর্স পরিমার্জন করে ১০ মাসব্যাপী পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি) কোর্সটি চালু করা হয়। পরবর্তীতে বিটিপিটি ইফেক্টিভনেস স্ট্যাডি, মনিটরিং রিপোর্ট ও স্টেক হোল্ডারদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিটিপিটি কোর্সের পিটিআই অধিবেশনভিত্তিক ও অনুশীলনভিত্তিক (৭ মাস ও ৩ মাস) সময়কালে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। পরিবর্তিত সময়সূচির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে চলমান বিটিপিটি কোর্সে এই পরিমার্জন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর সফল বাস্তবায়ন। ইতোমধ্যে শিক্ষাক্রমে যেমন ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জনের কাজও চলমান।

বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান ও প্রায়োগিক দক্ষতার মধ্যে কার্যকর নেতৃত্বের বিকাশ এবং শিক্ষকতা পেশায় সফলতা অর্জনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জরুরি। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগতজ্ঞান ও উপলব্ধি, পেশাগত অনুশীলন ও মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে দক্ষ, সৃজনশীল, সহযোগিতামূলক মনোভাবাপন্ন, অভিযোজনক্ষম এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন ও জীবনব্যাপী শিখনে আগ্রহী শিক্ষক তৈরি হবেন বলে আশা করা যায়।

এ প্রশিক্ষণ মডিউল ও উপমডিউল প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। মডিউল ও উপমডিউল সম্পাদনা ও পরিমার্জনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ জানাই।

পিটিআইতে শিক্ষক-প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত বিভিন্ন মডিউলের আওতায় উপমডিউলসমূহ নতুনভাবে প্রাণসঞ্চার করবে বলে আমি আশা করি।

(আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা)
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রবর্তিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারি এডুকেশন) কোর্স এযাবতকাল মানসম্মত শিক্ষক বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমা ও যুগের চাহিদার সাথে যুৎসই পরিবর্তনের প্রত্যাশা নিয়ে ডিপিএড ইফেক্টিভনেস স্টাডি (DPEd Effectiveness Study) ও অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে কোর্সটি পরিমার্জন করে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বেসিক ট্রেনিং ফর প্রাইমারি টিচারস-বিটিপিটি) কোর্স চালু করা হয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণের যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এর সফল বাস্তবায়ন ও সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর যথাযথ ব্যবহার। ইতোমধ্যে শিক্ষাক্রমে যেমন ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকেরও পরিমার্জনের কাজ চলমান। তাই সময়ের প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় সংস্কার ও যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পিটিআই পর্যায়ে ১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) কোর্সটি পরিমার্জন সময়ের দাবী হয়ে ওঠে। পরিমার্জিত প্রশিক্ষণটিতে প্রশিক্ষণার্থীগণ ০৭ মাস পিটিআইতে সরাসরি প্রশিক্ষণ এবং ০৩ মাস প্রশিক্ষণ/পরীক্ষণ/অনুশীলন বিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক পেশাগত জ্ঞানের অনুশীলন করার সুযোগ পাচ্ছে।

এতে করে শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীগণ পিটিআইতে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি অনুশীলন করবে। অনুশীলন বিদ্যালয়ে পেশাগত জ্ঞানের অনুশীলন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন করবে। এতে করে শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রাপ্ত জ্ঞান নিজ বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করে মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন বা কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছেন শিক্ষক। তবে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয় না। আবার প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকের মান ইত্যাদির দুর্বলতার কারণেও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটে না। এ কারণে একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তু, বিষয়গত জ্ঞান, কার্যকর শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি।

১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের (বিটিপিটি) আওতায় এ ম্যানুয়ালগুলোতে বর্ণিত অধিবেশনসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য শিক্ষকগণকে সরকারি চাকরির বিধি-বিধান পরিচালন ও শ্রেণি পাঠদানে তাঁর অবদান রাখতে সহায়তা করবে। অংশীজনের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে এই মডিউলসমূহের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিষয়বস্তুর পরিমার্জন ও ক্ষেত্রবিশেষে উন্নয়ন করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ব্যবহারকারী ও বিশেষজ্ঞগণের মতামত নিয়ে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

মেধা ও নিরলস শ্রম দিয়ে এ মডিউল ও উপমডিউলসমূহ প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান)

মহাপরিচালক

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

অবতরণিকা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের দীর্ঘমেয়াদি সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন (সিইনএড) এবং পরবর্তীতে ২০১২ সাল থেকে চালু হওয়া ডিপ্লোমা- ইন-প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণ ডিজাইন, প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের জুলাই মাস থেকে আরম্ভ হওয়া পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি) বাস্তবায়নে কাজ করছে।

বিটিপিটি প্রশিক্ষণটি প্রচলিত সিইনএড ও ডিপিএড কোর্স থেকে ধ্যানধারণাগত দিক থেকে এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ নতুন। কোর্সটিকে যুগের চাহিদার সাথে সমন্বয় করা এবং মানসম্মত করার লক্ষ্যে কোর্স সামগ্রী ও নির্দেশিকা সামগ্রীগুলোতে পরিমার্জন প্রয়োজন হয়। সে অনুসারে ২০২১ সাল থেকে এই প্রশিক্ষণটির কারিকুলাম প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ ডিজাইন, প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়নের কাজ আরম্ভ হয়। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে পাইলটিংভিত্তিতে নির্ধারিত ১৫টি পিটিআইতে বিটিপিটি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়। পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালনার সময় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। পাইলটিংয়ের ফলাফল এবং মনিটরিং প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিটিপিটি প্রশিক্ষণের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকগুলো পরিমার্জন করা হয়। পরবর্তীতে বিটিপিটি ইফেক্টিভনেস স্টাডি ও স্টেক হোল্ডারদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিটিপিটি কোর্সের পিটিআই-ভিত্তিক অধিবেশন ও অনুশীলন সময়কাল ১০ মাস (৭ মাস ও ৩ মাস) নির্ধারণ করা এবং মূল্যায়ন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিমার্জন করা হয়।

এই মডিউলগুলো নতুন চাহিদাভিত্তিক পরিমার্জিত সংস্করণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও আগ্রহ জেনে শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষকদের কাজ করার দক্ষতা বৃদ্ধিতে এই মডিউল এবং তথ্যপুস্তকসমূহ সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির তত্ত্বাবধানে এই পরিমার্জন কাজে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারসহ প্রাথমিক শিক্ষার মাঠপর্যায়ের প্যাডাগোজি ও এন্ড্রাগোজি বিশেষজ্ঞগণ কাজ করেছেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকসমূহ মানসম্মত ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকে পরিণত হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ উন্নয়ন ও পরিমার্জনে বিভিন্নভাবে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করায় তাঁদেরকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। অনুরূপভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়, অতিরিক্ত সচিববৃন্দ, যুগ্মসচিববৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও সুচিন্তিত মতামত এই ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকসমূহ কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। সেজন্য আমি তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এয়াড়া, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, মেধা ও মননের ব্যবহার এবং নিরলস পরিশ্রমের ফলে তথ্যপুস্তক ও ম্যানুয়ালসমূহ এত অল্প সময়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

পরিশেষে আমি মনে করি এই পরিমার্জিত ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও প্রশিক্ষণার্থীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য সহায়ক হবে। একইসঙ্গে এর যথাযথ ব্যবহার প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

(ফরিদ আহ্‌মদ)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা মডিউল পরিচিতি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়-এর পাঁচ বছরব্যাপী (২০১৯-২০২৩) কর্মপরিকল্পনা এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ অনুসারে শিশুর জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধির জন্য অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার্থী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে-কলমে (Hands on) শিখন-শেখানোর কার্যকর কৌশলে অভ্যস্ত হতে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। এর মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশায় আগত শিক্ষকগণের শিশুর বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। অংশীজনের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে শিশুর প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর বিপরীতে মোট ১২ টি অধিবেশন রাখা হয়েছে এবং প্রতিটি অধিবেশন পরিচালনার জন্য ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট সময় বিভাজন করা হয়েছে। মডিউলের প্রথম দিকে একটি ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে অধিবেশনের শিরোনাম, শিখনফল, কাজ, পদ্ধতি কৌশল ও ব্যবহৃত উপকরণের তালিকা তুলে ধরা হয়েছে।

পদ্ধতি ও কৌশল:

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতে-কলমে (Hands on) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশে কার্যকর কৌশলে অভ্যস্ত হতে সহায়তা করার লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। বিকাশ ও শিখনতত্ত্বের তাত্ত্বিক ধারণার পরিবর্তে এক্টিভিটি বেজড প্রায়োগিক উদাহরণের অবতারণা করা হয়েছে। শিখন-শেখানো কার্যক্রম অধিকতর ফলপ্রসূ ও অংশগ্রহণমূলক করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশলসমূহের মধ্যে শিশুকেন্দ্রিক খেলা অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, প্রদর্শন ও আলোচনা, মাইন্ড ম্যাপিং, মাইক্রোটিচিং, ব্রেইন-স্টর্মিং, তথ্যপত্র উপস্থাপন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

লক্ষ্য:

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির শিখন-শেখানো কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর প্রশিক্ষণ দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এই প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য:

এই প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো-

১. পরিমার্জিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম সম্পর্কে শিক্ষককে অবহিত করা এবং কার্যকর শিখন-শেখানো কাজে পরিমার্জিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ব্যবহারে দক্ষ করা;
২. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসহ সংশ্লিষ্ট শিখন-শেখানো সামগ্রীর ধারাবাহিক কার্যাবলির ধারণা প্রদান করা।
৩. পরিমার্জিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের ধারাবাহিক কার্যাবলি অনুশীলনপূর্বক শিক্ষকগণকে দক্ষ করে গড়ে তোলা।

সূচিপত্র

অধিবেশন	অধিবেশন শিরোনাম	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচিতি	০১
২.	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম: শিখনক্ষেত্র, বিষয়ভিত্তিক কাজ ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	১০
৩.	প্রাক-প্রাথমিক শিখন সামগ্রী, শিক্ষা কার্যক্রম ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনা	১৪
৪.	পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ	১৯
৫.	শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা (ব্যায়াম)	২০
৬.	শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা (খেলা)	২১
৭.	ভাষা ও যোগাযোগ (শোনা ও বলা: ছড়া, গান, গল্প)	২৩
৮.	শিশুর ভাষা ও যোগাযোগ (প্রাক-পঠন, প্রাক-লিখন ও ইচ্ছেমত আঁকিবুঁকি)	২৭
৯.	গণিত ও যুক্তি	২৮
১০.	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা	২৯
১১.	পরিবেশ ও জলবায়ু	৩০
১২.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	৩১
১৩.	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা	৩২
১৪.	অভিভাবক সভা ও শিখন অগ্রগতি যাচাই	৩৩
১৫	তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থ	৪৬

সহায়ক তথ্য ০১	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিচিতি

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পটভূমি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূলনীতি ও মানদণ্ড ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

অংশ-ক:	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রেক্ষাপট ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম-২০২২

পটভূমি

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ের মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের একটি গভীর সংযোগ রয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ছোট ছোট শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ভাষাবৃত্তিক এবং সামাজিক ও আবেগিক বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এই গুরুত্বের কথা বিবেচনায় রেখে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য এবং পর্যায়ক্রমে ৪+ বছর বয়সি শিশুদের জন্য অর্থাৎ ২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এর পূর্বে ২০০৮ সালে সারাদেশে ৩-৫ বছর বয়সি সকল শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি সর্বজন স্বীকৃত জাতীয় মানের ওপর ভিত্তি করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকরভাবে ও সুসংগঠিতরূপে বাস্তবায়নের জন্য **প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো** প্রণয়ন করা হয়। অনুমোদিত কাঠামোর আলোকে ২০১০ সালে অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজের মাধ্যমে সারা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে ২০১৪ সালে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এ ২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালুর বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

সারাদেশ ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু রাখার পাশাপাশি জরুরিভিত্তিতে একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজ প্রণয়ন করে ২০২১ সালে নির্বাচিত ৩২১৪টি বিদ্যালয়ে ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তী সময়ে সারাদেশে ২০২১ সালে ২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ৪+ বয়সি শিশুদের অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজ তৈরির জন্য ২০২০ সালের আগস্ট মাসে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সক্রিয় অংশগ্রহণে কয়েকটি কর্মশালার মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৪+) এর অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজ অভিযোজন ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কিন্তু কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির কার্যক্রম বন্ধ থাকায় সিদ্ধান্তটি

বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে ২০২৩ সাল থেকে নির্বাচিত ৩২১৪টি বিদ্যালয়ে ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয় এবং সেটি বাস্তবায়িত হলে ২০২৫ সাল থেকে আরো ৫০০০টি বিদ্যালয়ে ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

পরবর্তীতে প্রাক-প্রাথমিক ৪+ শিক্ষাক্রম অনুমোদনের প্রেক্ষিতে অর্ন্তবর্তীকালীন প্যাকেজটি পরিমার্জন করা হয়। এই পরিমার্জনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দলিলাদি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে-

- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২২
- প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান (Early Learning and Development Standards)
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক ৪-৫ বছর বয়সি শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশ কার্যক্রমের জন্য প্রণীত প্যাকেজ
- ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য বিদ্যমান প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও শিখন-শেখানো সামগ্রী
- ৫+ বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রণীত অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজ
- শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩ (Comprehensive Early Childhood Care and Development Policy 2013)
- প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত খসড়া জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য

আনন্দময় ও শিশুবান্ধব পরিবেশে ৪+ ও ৫+ বছর বয়সি শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক ও আবেগিক, ভাষা ও যোগাযোগ তথা সার্বিক বিকাশে সহায়তা দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গনে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিষেকের মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিখনের ভিত রচনা করা।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

- শিশুদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, আবেগিক এবং ভাষা ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিকাশে সহায়তা করা।
- বিদ্যালয়ে সহজ প্রবেশ নিশ্চিত করা।

অংশ-খঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মূলনীতি ও মানদণ্ড

মূলনীতি

শিশুর বৃদ্ধি, বিকাশ ও শেখা পরিবার, বিদ্যালয়, চারপাশের পরিবেশ ও সমাজ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। তাছাড়া সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং শিশুর বিকাশ ও শিখনের অন্যান্য

বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে সমন্বিতভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে হবে। শিশুর দৈনন্দিন শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে হলে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কিছু ধারণা, নীতি ও বিশ্বাস অনুসরণ করতে হয়। যার মাধ্যমে শিশুর সুপ্ত সম্ভাবনার সার্বিক বিকাশে সহায়তা করার পাশাপাশি তার পরবর্তী জীবনের শিক্ষার জন্য শক্ত ভিত রচনা করা সম্ভব হবে। তাই প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+) শিক্ষা কার্যক্রমের শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত ধারণা, নীতি, বিশ্বাসসমূহকে মৌলিক নীতিমালা হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে।

১) শিশুকেন্দ্রিকতা (Child Centeredness)

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার একটি অন্যতম নীতি হলো শিশুকে বোঝা, তার সক্ষমতায় আস্থা রাখা এবং তার স্বভাব, প্রকৃতি, ব্যক্তিত্ব ও মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। শিশুর বৃদ্ধি, বিকাশ ও শিখন প্রধানত পরিবার, বিদ্যালয় এবং সামাজিক আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজ- এই তিনটি পর্যায়েই সমন্বিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে, তা শিশুর সুপ্ত ও অফুরন্ত সম্ভাবনা বিকাশে এবং সমৃদ্ধ জীবন যাপনের দিকে তাকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে। ফলে শেখার মানসিকতা ও শেখার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শিশু জীবনব্যাপী শিখনের জন্য প্রস্তুত হয়।

২) সক্রিয় শিক্ষার্থী (Children as Active Learner)

শিশু স্বভাবগতভাবেই সক্রিয় শিক্ষার্থী এবং সহজাতভাবেই জন্মের পর থেকে অনানুষ্ঠানিকভাবে শিখে। জন্মের পর থেকে প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতা ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শিশু বেড়ে ওঠে। বেড়ে ওঠার এই প্রক্রিয়ায় শিশুর সক্রিয় ও সহজাত অংশগ্রহণই তার শিখনের মূল ভিত্তি। এমতাবস্থায় চারপাশের মানুষ ও পরিবেশ সম্পর্কে জানার দুর্নিবার আগ্রহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য শিশুকে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। আর তাদের বিকাশ ও শিখন-প্রক্রিয়া যেহেতু বাড়ি, বিদ্যালয় ও চারপাশের সামাজিক পরিবেশ দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রভাবিত হয় সেহেতু সকল পর্যায়ে তার সক্রিয় শিখনের সুযোগ সৃষ্টি শিশুর বিকাশ ও শিখনের মূলমন্ত্র।

৩) পারিবারিক সম্পৃক্ততা (Family Involvement)

পারিবারিক পরিবেশ যথাযথভাবে শিশুর বেড়ে ওঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর ব্যক্তিত্ব, নিজের সম্পর্কে ধারণা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ মা-বাবা পরিবারের অন্য সদস্যদের দ্বারা তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়। শিশুর যত্ন সম্পর্কে মা-বাবার জ্ঞান, প্রত্যাশা ও সন্তান লালন-পালনের ধরন শিশুর পরবর্তী জীবনের নানা দিকের ওপর প্রভাব ফেলে। এছাড়াও শিশুর নিজের যত্ন নেয়ার ক্ষমতা থাকে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, বিদ্যালয়ে তার শেখার প্রক্রিয়া এবং সমাজে অন্যান্যদের সাথে মিলেমিশে থাকার প্রবণতা তার বেড়ে ওঠাকে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে মা-বাবা হলেন একাধারে শিশুর প্রথম শিক্ষক এবং শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন। সুতরাং শিশুর বিকাশে পরিবার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক এবং প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+) শিক্ষায় শিশুর সাফল্যের জন্য পরিবারের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত জরুরি।

৪) বিদ্যালয় একটি কার্যকর সামাজিক প্রতিষ্ঠান (School as an effective social institution)

বিদ্যালয় পরিবার ও সমাজের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+) শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়কে কিছু বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হয়। বিষয়সমূহ হলো:

- শিশুর জন্য আনন্দময় ও নিরাপদ বিদ্যালয়ের পরিবেশ তৈরি করা ।
- শিশুর পারিবারিক প্রেক্ষাপট বোঝা এবং মা-বাবা ও পরিবারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের সাথে অংশীদারিত্ব ও সম্পর্ক স্থাপন করা।
- সামাজিক প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজন বোঝা এবং যথাযথভাবে সামাজিক শক্তি ও সম্পদকে কাজে লাগানো।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রবণতা বোঝা এবং সে অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

এক্ষেত্রে বিদ্যালয়কে সক্রিয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করতে হবে। শিশুর প্রস্তুতির সঙ্গে পরিবার ও বিদ্যালয়ের প্রস্তুতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এ কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিদ্যালয়ের ভূমিকা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে।

৫) একীভূততা (Inclusiveness)

একীভূততা মানে ভিন্নতাকে সম্মান করে এবং মেনে নিয়ে সকল শিশুর অংশগ্রহণের সুযোগ ও সফলতার কথা চিন্তা করে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম এবং শিখন-শেখনো পদ্ধতি ও উপকরণ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, সক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে সব ধরনের শিশু এবং তাদের পরিবারের চাহিদা ও সুযোগের কথা মনে রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। শিশুর স্বতন্ত্র চাহিদা বিবেচনা করে শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও পরিবেশ যথেষ্ট নমনীয় ও শিখন-শেখানো কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। তাই প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+) শিক্ষা কার্যক্রমের শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন থেকে শুরু করে বিদ্যালয় ও পরিবার পর্যায়ে বাস্তবায়নের সকল ধাপে একীভূততাকে মূলনীতি হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে।

৬) সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য (Culture and Heritage)

আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার জন্য শিশুদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে স্বকীয়তা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা জরুরি। পাশাপাশি অন্যের সংস্কৃতিকে সম্মান করার অভ্যাস গড়ে তোলাও গুরুত্বপূর্ণ। শিখনের সকল ক্ষেত্রে বড়দের সহায়তায় বাড়িতে, বিদ্যালয়ে এবং সমাজে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যনির্ভর শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রাক-প্রাথমিক (৪+) শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যনির্ভর শিখনকে মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৭) সম্পর্ক (Relationship) শিশুর বিকাশ ও শেখা বহুগুণে বেড়ে যায় যদি তার সঙ্গে অন্য শিশুর, শিক্ষকের কিংবা বড়দের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। যখন পরিবারের সদস্য কিংবা সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে

শিক্ষকের সম্পর্ক গড়ে উঠে, তখন সার্বিকভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মান বেড়ে যায়। পরবর্তীতে বৃহত্তর পরিসরে সামাজিক ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন মানুষ হিসেবে শিশুদের গড়ে তুলতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম ধাপে সম্পর্ক তৈরির বিষয়টিকে মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

৮) পারিপার্শ্বিক পরিবেশ (Immediate Environment)

পারিপার্শ্বিক পরিবেশ শিশুর বিকাশ ও শিখনকে যেমন প্রভাবিত করে, তেমনি সার্বিক সামাজিক পরিবেশ প্রাক-প্রাথমিক (৪+) শিক্ষা নীতি-নির্দেশনাকেও প্রভাবিত করে। আবার প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+) শিক্ষা সম্পর্কে মা-বাবার প্রত্যাশাকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ প্রভাবিত করে। শিশুর সার্বিক বিকাশ ও শিখন নিশ্চিত করতে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+) শিক্ষায় পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নিকট পরিবেশ ও চারপাশে শিশুর শেখার পর্যাপ্ত উপাদান রয়েছে। তাই শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে পরিবার, সমাজ ও বিদ্যালয়ের সমন্বিত ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন অপরিহার্য।

৯) পরিবেশ বান্ধবতা (Environment Friendliness)

প্রকৃতি ও পরিবেশ মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই অবস্থার বিচ্যুতি পুরো পৃথিবীকে মহা বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিতে পারে। তার প্রত্যক্ষ শিকার হবে অপেক্ষাকৃত সুবিধাবঞ্চিতরা। একটি পরিবেশ বান্ধব প্রজন্ম এই বিপর্যয় ঠেকাতে অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে। আর এই ধারণা লালন করতে হবে জীবনের শুরু থেকেই। সেই লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+) শিক্ষা কার্যক্রমে পরিবেশ বান্ধবতার বিষয়টি

গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে এর উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে সকল ধাপে মূলনীতি হিসেবে অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ন্যূনতম মানদণ্ড সমূহ:

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সেবা প্রদানের **নূন্যতম মানদন্ডসমূহের নমুনা নিম্নরূপঃ**

মানদন্ডের ক্ষেত্র এবং উপাদান	মানদন্ডের গ্রেড/স্তর
প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি	• প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকার মধ্যে অবস্থিত হতে হবে।
স্কুলের প্রাঙ্গণ	• স্কুল প্রাঙ্গনটি হতে হবে পরিষ্কার, সমতল এবং জলাবদ্ধ নয় এমন; • শ্রেণিকক্ষের বাহিরে খেলা করার মত যথেষ্ট পরিমানে জায়গা থাকতে হবে; • প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সহজ প্রবেশের জন্য ব্যবস্থা থাকতে হবে। (যেমন: প্রবেশ পথটি হতে হবে সমতল, র‍্যাম্প এবং প্রশস্ত দরজা থাকতে হবে)
শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ	• ৩০ জন শিক্ষার্থীর জন্য কমপক্ষে ২৫০ বর্গফুটের শ্রেণিকক্ষ থাকতে হবে; • শ্রেণিকক্ষের মেঝে হতে হবে সমতল, শুকনা, পরিষ্কার এবং মাদুর দিয়ে ঢাকা থাকবে; • শ্রেণিকক্ষে যথেষ্ট পরিমানে আলো এবং বাতাস প্রবাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে; • শিশুদেরকে ঝড় ও বৃষ্টিতে যেন সুরক্ষা করতে পারে শ্রেণিকক্ষটি এমন হতে হবে; • শিশুদের সৃজনশীল কাজগুলো প্রদর্শনের জন্য শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে যথেষ্ট জায়গা থাকতে হবে।
আসবাব ও অন্যান্য সামগ্রী	• মেঝের জন্য রেক্সিনের মাদুর (রংগীন ডিজাইন করা) থাকতে হবে; • শিশুদের নাগালের মধ্যে দেয়ালে ঝোলানো চক/হোয়াইট বোর্ড থাকতে হবে; • শিক্ষকের জন্য মোড়া, চেয়ার বা টুল থাকবে; • মালামাল রাখার জন্য একটা ট্রাঙ্ক/আলমারী/বক্স ইত্যাদি থাকবে; • ঝাড়ু এবং ময়লা ফেলার জন্য ঝুড়ি থাকবে।
পানি, স্যানিটেশন ব্যবস্থা	• শ্রেণিকক্ষে পানি খাওয়ার জন্য জগ, গ্লাস সহ যথেষ্ট পরিমানে পানিয় জল থাকতে হবে; • স্বাস্থ্য- সম্মত পায়খানার সুবিধাসহ পায়খানায় প্রবাহমান পানির ব্যবস্থা করতে হবে অথবা একটি বড় জলাধারে পানি রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে; • পানি ও সাবানসহ একটি সাধারণ স্থানে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে; • পায়খানা পরিষ্কার করার জন্য হারপিক, ব্রাশ বা ঝাড়ু থাকতে হবে।
নিরাপত্তা	• শ্রেণিকক্ষটি থাকতে হবে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক বিপদমুক্ত; (যেমন; ভাঙ্গা খেলনা, অস্বাস্থ্যকর পায়খানা সুবিধা, খোলা ইলেক্ট্রিকের তার বা অন্যান্য সামগ্রী) • ফার্ষ্ট এইড কিট বক্স শ্রেণিকক্ষে নাগালের মধ্যে থাকতে হবে; • তুলনামূলকভাবে নিরাপদ এবং আকর্ষণীয় শ্রেণিকক্ষটি প্রাক-প্রাথমিক ক্লাসের জন্য নির্ধারণ করতে হবে; • শিশুদের স্কুলে আসা যাওয়ার পথটি নিরাপদ হতে হবে।
শ্রেণিকক্ষ সংগঠন	• শিক্ষার্থীদের ইচ্ছা, স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য অনুসারে রঙিন ছবি ও অন্যান্য সামগ্রী দিয়ে শ্রেণি কক্ষটি সাজাতে হবে যাতে শিশুরা আকৃষ্ট হয়; • শিশুদের সৃজনশীলকাজ শ্রেণিকক্ষে প্রদর্শিত হতে হবে; • শিশুদের চোখ বরাবর সোজা সকল কিছু দেয়ালে প্রর্দশন করতে হবে;

	• কমপক্ষে চারটি কর্ণারের আয়োজন করে মার্কিং করতে হবে; সেগুলো হলো। বই কর্ণার, ব্লক কর্নার, কল্পনার কর্ণার ও পানি বালির কর্নার ইত্যাদি) • বসার ব্যবস্থা থাকতে হবে জেন্ডার সংবেদনশীল, বন্ধুত্বপূর্ণ এবং একীভূত (মিশ্র এবং প্রয়োজন অনুসারে বসার ব্যবস্থা)।
শিখণ- শেখানো উপকরণ	• জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসারে সকল উপকরণ শ্রেণিকক্ষে থাকতে হবে; • উপকরণ হতে হবে শিশুতোষ, নন্ টক্সিক, এবং নিরাপদ (কোন ধারালো কোণা থাকবে না।) উপকরণ হবে রঙিন, যাতে শক্ত, নরম ও হালকা তন্ত ব্যবহার করা হয়েছে; • স্থানীয়ভাবে তৈরি ও ক্রয়করা উপকরণের মিশ্রণ থাকতে হবে; • সকল উপকরণ শিশুদের নাগালের মধ্যে হতে হবে; • উপকরণগুলো যথোপযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে এবং উপকরণগুলো তালা দিয়ে রাখা যাবে না; • উপকরণগুলো সঠিকভাবে মজুদ ও সংরক্ষণ করতে হবে।
শিক্ষক	• প্রতি শ্রেণিতে একজন প্রাক-প্রাথমিকের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক।
শিক্ষক - শিক্ষার্থী অনুপাত	• ১:৩০ (প্রাক -প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো ও শিখণক্রম অনুসারে), তবে কোন বিদ্যালয়ের শ্রেণিতে ৩০ এর বেশি শিক্ষার্থী থাকলে শাখা করা যেতে পারে।
স্কুলে সময়সীমা ও দৈনন্দিন রুটিন	• শিখনক্রম অনুসারে দৈনিক সর্বোচ্চ ২.৩০ মি: ক্লাশ রুটিন হবে; • দৈনন্দিন রুটিনে ধারাবাহিকতা থাকবে। এরপরও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও সতন্ত্র চাহিদার উপর ভিত্তি করে ক্লাশ রুটিনে পরিবর্তন আনতে হবে; • এক কাজ থেকে অন্য কাজে (এ্যাক্টিভিটি) যাওয়াটা সহজতর ও বিঘ্নহীন হতে হবে; • প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে রুটিন তৈরি করতে হবে; • শ্রেণি কক্ষে সব সময় দৈনন্দিন ক্লুশ রুটিনটি প্রদর্শিত অবস্থায় থাকতে হবে।
শিশুর সাথে যোগাযোগ	• শিক্ষক শিশুর সাথে যোগাযোগের সময় তাদের সাথে চোখে চোখ রাখবেন, নরম সুরে কথা বলবেন, শালীনভাবে অঙ্গভঙ্গি করবেন এবং শিশুদের সাথে সহজবোধ্য ভাষায় কথা বলবেন, সম্মান প্রদর্শন করে।

অভিবাদন ও উৎসাহদান	• অভিবাদন একটি দৈনন্দিন চর্চার বিষয় হিসেবে দেখা হয়; • শিক্ষক শিশুদেরকে যে কোন উপলক্ষে প্রশংসা করবেন এবং উৎসাহ প্রদান করবেন।
শিক্ষকের সাথে সম্পর্ক	• শিশুরা ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষকের সাথে তাদের অনুভূতি, সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা ও শিখন চাহিদার কথা শেয়ার করবেন।
কাজের ধরণ (টাইপ অব এ্যাক্টিভিটি)	• একক, দলীয়, জুটি'র কাজ গুলো শিখনক্রম/ বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা বা বার্ষিক কাজ অনুসারে সমন্বয় করা।
খেলার ধরণ (টাইপ অব প্লে)	• বার্ষিক পরিকল্পনা ও শিখণক্রম অনুসারে শিশুর শারীরিক, স্থুল ও সুক্ষ্ম পেশির সঞ্চালনসহ জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এমন খেলা নির্ধারন করতে হবে। খেলা নির্ধারণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সৃজনশীল, কল্পনার খেলা ও ইচ্ছেমত খেলার সমন্বয় থাকে; • শিক্ষক নির্দেশনা অনুসারে শিশুদের খেলায় সহায়তা করবেন।
প্রকৃতি এবং বাহিরের এলাকা বা প্রাঙ্গণের ব্যবহার	• শিখনক্রম ও বার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষক কোন উপলক্ষে প্রকৃতির সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করে শ্রেণি কক্ষের চারপাশের প্রাঙ্গন ব্যবহার করবেন; • শিশুদেরকে প্রকৃতির মাঝে নিয়ে যান।
শিখন - শেখানো উপকরণের সর্বোচ্চ ব্যবহার	• শিখনক্রম ও বার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে থাকা উপকরণ/সহায়তা/সাপোর্ট ব্যবহার করবেন।
সতন্ত্র (একক) শিখণ এবং সহায়তা	• শিক্ষার্থীরা চাহিদা অনুসারে বিশেষ মনোযোগ ও সহায়তাগুলো শিক্ষকের নিকট থেকে কোন সময় পেয়ে থাকে।
অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়া	• শিক্ষার্থীরা স্কুলের অন্যান্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সাথে মিথস্ক্রিয়ার সুয়োগ পায়;
শিক্ষার্থী-দের সাথে মিথস্ক্রিয়া	• শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শিক্ষার্থীরা অন্যান্য শিক্ষার্থীর সাথে মেলামেশার ন্যূনতম সুযোগ পেয়ে থাকে। শিক্ষক এই ধরণের মিথস্ক্রিয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান করবেন এবং প্রশংসা করবেন।
স্থানীয় উপকরণের ব্যবহার	• শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে ন্যূনতম স্থানীয় উপকরণ শ্রেণিকক্ষে থাকবে; • শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শিখণ - শেখানো প্রক্রিয়া চলাকালীন শিক্ষক কোন কোন সময় স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করবেন।

ব্যায়াম ও বিশ্রাম এবং ব্যায়ামের এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে বিঘ্নহীন উত্তোরণ	• শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে শিক্ষার্থীরা ব্যায়াম/শরীর চর্চায় অংশগ্রহণ করে এবং শরীর চর্চার এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে যাওয়ার সময় শিশুরা বিশ্রাম ও উত্তোরণের সুযোগ পায়।
নেতৃত্বের উন্নয়ন এবং দলীয় কাজ	• শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষার্থীরা তাদের নেতৃত্ব ও দক্ষতা পরিচর্যা করার সুযোগ পায় এবং দলীয় কাজের সময় তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ ধারনার উন্নয়ন ঘটে; • নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সহায়তা করে থাকেন।
শিখন-শিখানো প্রক্রিয়ায় নমনীয়তা	• শিক্ষক শুধুমাত্র রুটিনে সীমাবদ্ধ না থেকে বরং নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও ইচ্ছা বিবেচনায় রেখে শিখন-শেখানো কার্যাবলী পরিচালনা করবেন; • নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষক কোন সময় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য নমনীয় হয়ে শিখন-শেখানো কার্যাবলী পরিচালনা করবেন।
বৈচিত্র্যতা ও একীভূততা চিহ্নিত করা	• শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে ক্লাশ পরিচালনা করেন এবং শিখন-শেখানো কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে নানামুখী কৌশল অবলম্বন করবেন; • নির্দেশনা দেয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক কোন কোন সময় মাতৃভাষা বা স্থানীয় কথ্য ভাষা ব্যবহার করেন; • সামর্থ্য, জেন্ডার, ধর্ম, সংস্কৃতি নির্বিশেষে শিক্ষক সকল শিশুকে ভালভাবে গ্রহণ করবেন এবং শ্রদ্ধা করবেন।
শিশুদের অংশগ্রহণ	• শিক্ষার্থীরা মোট ক্লাশের ৫০%ভাগ সময় নানা কাজে ও কথায় (প্রশ্ন করা, ব্যাখ্যা চাওয়া ইত্যাদি) নিয়োজিত থাকে।
ইতিবাচক নিয়মানুবর্তিতা	• শিক্ষক শারীরিক বা মানসিক কোন শাস্তি দিয়ে বা নেতিবাচকভাবে শিক্ষার্থীদেরকে নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে আনেন না ।
শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন	• সতন্ত্র রেকর্ড রেখে প্রদত্ত ফরম্যাট অনুসারে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ডোমেইন এর উপর মূল্যায়ন করে থাকেন; • শিক্ষার্থীদের মাসিক সতন্ত্র অগ্রগতি রেকর্ডের জন্য মূল্যায়ন করবেন।

পরিদর্শন/তত্ত্বাবধায়ক	• নির্দিষ্ট এবং প্রশিক্ষিত তত্ত্বাবধায়কের দ্বারা একটি স্কুল মাসে একবার পদ্ধতিগতভাবে তত্ত্বাবধায়ন করা হয়; • বর্তমান কাঠামো অনুসারে মনিটরিং এবং তত্ত্বাবধায়ন করা হয়; • মনিটরিং এবং তত্ত্বাবধায়নের জন্য নীতিমালা ও টুলস আছে।
	• বহুমূখী রিপোর্ট শিক্ষকের নিকট রিপোর্ট ও ব্যবস্থাপকের নিকট রিপোর্ট এর ব্যবস্থা আছে; • রিপোর্টের জন্য নির্দিষ্ট ফরম্যাট থাকবে; • ফলো-আপের জন্য রেকর্ড রাখা হয়।
অভিভাবক সভা	• মাসিক অভিভাবক সভা বছরে কমপক্ষে ৬টি হবে
শিক্ষক প্রশিক্ষণ	• প্রাক-প্রাথমিকসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও রিফেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান।
তত্ত্বাবধায়ক-দের প্রশিক্ষণ	• প্রাক-প্রাথমিক বিষয়ের উপর তত্ত্বাবধায়কদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
উপকরণ বিতরণ	• সকল মূল উপকরণ ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে স্কুলে পৌছাবে।
হাজিরা খাতা	• হাজিরা খাতা আপডেট থাকবে।

Recognize text
Ask AI Assistant

সহায়ক তথ্য ০২	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম: শিখনক্ষেত্র, বিষয়ভিত্তিক কাজ ও অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর বিকাশের ক্ষেত্র ও শিখনক্ষেত্রের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখনক্ষেত্রে ৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুর অর্জন উপযোগী যোগ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবেন;

গ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখনক্ষেত্রের বিষয়ভিত্তিক কাজসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

অংশ-ক:	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর বিকাশের ক্ষেত্র ও শিখন ক্ষেত্র

প্রাথমিক শিক্ষার পূর্বে শিশুর সার্বিক বিকাশের পাশাপাশি বিদ্যালয়ে শিশুর সহজ প্রবেশ এবং প্রাথমিক শিক্ষায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ভিত্তি হলো দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে **প্রারম্ভিক শিখন ও বিকাশের আদর্শিক মান ২০২০** (Early Learning and Development Standards-ELDS) অনুযায়ী শিশুর সার্বিক বিকাশের ৪টি ক্ষেত্রকে (১. শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা ২. সামাজিক ও আবেগিক ৩.ভাষা ও যোগাযোগ ৪. বুদ্ধিবৃত্তিক) বিবেচনায় রেখে এবং শিক্ষাক্রমের চাহিদা, বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, আন্তর্জাতিক শিক্ষাক্রম, গবেষণাপত্র ও দলিল পর্যালোচনা করে শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ৯টি শিখনক্ষেত্র (Learning Area) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি শিখনক্ষেত্রের জন্য একাধিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিখনফল, পরিকল্পিত কাজ বা শিখন-শেখানো কৌশল প্রণয়ন, মূল্যায়ন কৌশল ও শিক্ষা উপকরণ নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ৯টি শিখনক্ষেত্রের চিত্র নিচে দেওয়া হলো।

বিকাশের ক্ষেত্র ও শিখনক্ষেত্র

অংশ-খঃ	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখনক্ষেত্রে ৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুর অর্জন উপযোগী যোগ্যতার তুলনামূলক আলোচনা

শিখনক্ষেত্র	বয়স ৪+ অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	বয়স ৫+ অর্জন উপযোগী যোগ্যতা
১. শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা	১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বাঁধামুক্ত পরিবেশে অন্যের সহায়তায় ও সাবলীলভাবে বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রম, ব্যায়াম এবং খেলাধুলা করতে পারা।	১.১ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে বাঁধামুক্ত ও বাঁধাযুক্ত পরিবেশে অন্যের সহায়তা ছাড়া সাবলীলভাবে বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রম, ব্যায়াম (Moderately complex) এবং খেলাধুলা করতে পারা।
	১.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারা।	১.২ সূক্ষ্মপেশী ব্যবহার করে অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করতে পারা
	১.৩ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে কাজ করতে পারা।	১.৩ পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ব্যবহার ও সমন্বয় করে কাজ করতে পারা।
২. সামাজিক ও আবেগিক	২.১ সামাজিক রীতি মেনে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারা।	২.১ সামাজিক রীতি মেনে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক, বন্ধু ও প্রতিবেশির সাথে যোগাযোগ করতে পারা।
	২.২ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে আবেগ-অনুভূতি ও বস্তুগত বিষয় ভাগ করে নিতে পারা এবং মিলেমিশে থাকতে পারা।	২.২ পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে আবেগ-অনুভূতি ও বস্তুগত বিষয় ভাগ করে নিতে পারা এবং মিলেমিশে থাকতে পারা।
	২.৩ নিকট জনের কাছে নিজের সুবিধা-অসুবিধা, পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী আবেগ প্রকাশ করতে পারা।	২.৩ পরিস্থিতি অনুযায়ী আবেগ প্রকাশ ও ব্যবস্থাপনা করতে পারা।
৩. মুল্যবোধ ও নৈতিকতা	৩.১ ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে বয়স উপযোগী কাজ করা, অনুরোধ রক্ষা ও নির্দেশনা অনুসরণ করা।	৩.১ বয়স উপযোগী কাজ, নির্দেশনা অনুসরণ ও অনুরোধ রক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে পারা।
	৩.২ পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও বন্ধুদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনপূর্বক সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারা।	৩.২ পরিবারের সদস্য, বন্ধু, নিকটজন ও শিক্ষকের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শনের মাধ্যমে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করতে পারা।
	৩.৩ ভালো কাজের অনুশীলন করতে পারা।	৩.৩ দৈনন্দিন জীবনে ভালো কাজ অনুসরণ করে মন্দ কাজ পরিহার করতে পারা।

	৩.৪ পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারা।	৩.৪ পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতি এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারা।
৪. ভাষা ও যোগাযোগ	৪.১ বিভিন্ন উপায়ে মনের ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারা।	৪.১ চিহ্ন, সংকেত, ছোট ও সহজ বাক্য, অঙ্গভঙ্গি, ছবি ও চিত্রের মাধ্যমে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করতে পারা।
	৪.২ পঞ্চ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করতে পারা।	৪.২ পঞ্চ ইন্দ্রিয় (রং, আকৃতি, গন্ধ ও স্বাদ) ব্যবহার করে তথ্য প্রদান করতে পারা।
৫. গণিত ও যুক্তি	৫.১ আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে নিকট পরিবেশের বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে তুলনা, অবস্থান, গণনা ও আকার-আকৃতি, প্যাটার্ন এবং পরিমাপের ধারণা অর্জন করতে পারা।	৫.১ আগ্রহ ও কৌতূহলের সাথে নিকট পরিবেশের বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে তুলনা, অবস্থান, গণনা, যোগ বিয়োগ, আকার-আকৃতি, প্যাটার্ন এবং পরিমাপের ধারণা অর্জন করতে পারা।
৬. সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা	৬.১ নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে আনন্দের সঙ্গে শিল্পকলার নান্দনিক ও সৃজনশীল প্রকাশ করতে পারা।	৬.১ নিকট পরিবেশের উপাদান ব্যবহার করে আনন্দের সাথে শিল্পকলার নান্দনিক ও সৃজনশীল প্রকাশ করতে পারা।
৭. পরিবেশ ও জলবায়ু	৭.১ কৌতূহলী হয়ে নিকট পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু/উপাদান, চিত্র, দৃশ্য ও ঘটনা সম্পর্কে জেনে পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল হতে পারা।	৭.১ কৌতূহলী হয়ে নিকট পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু/উপাদান, চিত্র, দৃশ্য ও ঘটনা সম্পর্কে জেনে প্রকাশ করতে পারা।
	৭.২ আবহাওয়া ও ঋতু পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারা।	৭.২ আবহাওয়া ও ঋতু পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারা।
	৭.৩ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল হতে পারা।	৭.৩ নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল হতে পারা।
৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	৮.১ দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কার্যকারণ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হতে পারা।	৮.১ দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কার্যকারণ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হতে পারা।
	৮.২ কৌতূহলী হয়ে নিকট পরিবেশের জড় ও জীবের পার্থক্য করতে পারা।	৮.২ কৌতূহলী হয়ে নিকট পরিবেশের জড় ও জীবের পার্থক্য করতে পারা।
	৮.৩ দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহারে আগ্রহী হতে পারা।	৮.৩ দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করে প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে আগ্রহী হতে পারা।
৯. শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা	৯.১ স্বাস্থ্যবিধি মেনে আত্ম-ব্যবস্থাপনা, খেলাধুলা, খাবার গ্রহণ, বিশ্রাম ও	৯.১ স্বাস্থ্যবিধি মেনে আত্ম-ব্যবস্থাপনা, খেলাধুলা, খাবার গ্রহণ, বিশ্রাম ও বিনোদনের মাধ্যমে হাসি-খুশি ও উৎফুল্ল থাকতে পারা।

	বিনোদনের মাধ্যমে হাসি-খুশি ও উৎফুল্ল থাকতে পারা।	
	৯.২ নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ভালোলাগা, মন্দলাগা, অস্বস্তি ও সমস্যা নিকটজনকে জানাতে পারা।	৯.২ নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ভালোলাগা, মন্দলাগা, অস্বস্তি ও সমস্যা জানাতে পারা।
	৯.৩ বিপদজ্জনক ও ক্ষতিকারক বস্তু সম্পর্কে জেনে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকতে পারা।	৯.৩ বিপদজ্জনক ও নিরাপদ বস্তু সম্পর্কে জেনে নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকতে পারা।

সহায়ক তথ্য ০৩	প্রাক-প্রাথমিক শিখন সামগ্রী, শিক্ষা কার্যক্রম ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-শেখানো সামগ্রী ও এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাপ্তাহিক ও বার্ষিক পরিকল্পনা পরিকল্পনা বর্ণনা করতে পারবেন;

গ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শ্রেণিকক্ষ সজ্জা ও ব্যবস্থাপনা কৌশল চিহ্নিত করতে পারবেন।

অংশ-ক:	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন-শেখানো সামগ্রীর তালিকা ব্যবহার ও ব্যবহারকারীর জন্য নির্দেশনা

শিখন-শেখানো সামগ্রী/শিক্ষা উপকরণের নাম	ব্যবহারকারী	মন্তব্য
শিক্ষক সহায়িকা	শিক্ষকের জন্য	শিক্ষক সহায়িকা হলো প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষার মূল শিখন-শেখানো সামগ্রী। শিক্ষক সহায়িকা অনসুরণ করে শিক্ষক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কাযর্ক্রম পরিচালনা করবেন। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) শিক্ষা কাযর্ক্রম বিদ্যালয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সব তথ্য শিক্ষক সহায়িকায় সন্নিবেশিত করা আছে।
গল্পের বই (১০টি গল্পের বইয়ের একটি সেট)	শিশুদের জন্য	প্রাক-প্রাথমিক ৫+ বয়সি শিশুদের গল্পের বইয়ের সেটে শিশুদের উপযোগী ১০টি ভিন্ন ভিন্ন গল্পের বই রয়েছে। এই গল্পের বইগুলো প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি শিশুদের জন্য) ব্যবহার করা হবে। শিক্ষক সহায়িকায় দেওয়া পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষক গল্প বলার কাযর্ক্রম পরিচালনা করবেন।
এসো আঁকিবুকি করি	শিশুদের জন্য	"এসো আঁকিবুকি করি" বইটি শিশুদের আঁকিবুকি ও প্রাক-লিখন অনুশীলনের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।
ফ্লিপচার্ট	শিক্ষক ও শিশুদের জন্য	৫+ বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে ফ্লিপচার্ট সরবরাহ করা হয়েছে যেখান থেকে পরিবেশ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক ফ্লিপচার্টের নির্ধারিত পৃষ্ঠাগুলো ব্যবহার করতে হবে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ৪+ এর শিক্ষক সহায়িকায় বিভিন্ন কাজে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফ্লিপচার্ট ব্যবহার করবেন।

খেলার সামগ্রী ও অন্যান্য উপকরণ	শিশুদের জন্য	প্রতিটি প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ৪টি করে কর্নার থাকবে। কর্নার ৪টি হলো- কল্পনার কর্নার, ব্লক ও নাড়াচাড়ার কর্নার, বই ও আঁকার কর্নার এবং বালি ও পানির কর্নার । এই ৪টি কর্নারে যেসব খেলার সামগ্রী ও উপকরণ থাকবে তার তালিকা ৫২ থেকে ৫৩ পৃষ্ঠায় সংযুক্ত করা রয়েছে। খেলার সামগ্রী ও উপকরণসমূহ বিদ্যালয়কে স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়া ৫+ বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যেসব খেলার সামগ্রী আছে সেগুলোও ব্যবহার করা যেতে পারে। খেলার সামগ্রী ও উপকরণসমূহ ইচ্ছেমতো খেলার কাজের পাশাপাশি অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন- ভূমিকাভিনয়, অভিনয়, সৃজনশীল কাজ ইত্যাদি।
ফ্লাস কার্ড	শিশুদের জন্য	৫+ বয়সি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ফ্লাস কার্ডের যে সেট সরবরাহ করা হয়েছে, সেখান থেকে নির্ধারিত ফ্লাস কার্ড প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষক সহায়িকায় বিভিন্ন কাজে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুসারে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফ্লাস কার্ড ব্যবহার করবেন।
অন্যান্য উপকরণ	শিক্ষক ও শিশুদের জন্য	কাগজ কাটার কাঁচি, পেন্সিল, রং পেন্সিল, শার্পনার, রাবার, চক, সাদা কাগজ ইত্যাদি। স্টেশনারি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে এগুলো ক্রয় করতে হবে।
হাজিরা খাতা ও শিক্ষার্থী মূল্যায়ন	শিক্ষকের জন্য	স্টেশনারি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে একটি রেজিস্টার খাতা ক্রয় করে শিক্ষককে ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অনুরূপ একটি হাজিরা খাতা তৈরি করে নিতে হবে। হাজিরা খাতায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির রেকর্ড করার পাশাপাশি শিক্ষক সহায়িকার ১৮৯ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত "প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ৪+ বয়সি শিশুদের জন্য শিক্ষার্থীর বছরব্যাপী মূল্যায়ন ছকটি" সব শিক্ষার্থীর জন্য আলাদা আলাদা সংযুক্ত করতে হবে।

অংশ-খঃ	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শ্রেণিকক্ষ সজ্জা, ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ বিন্যাসের কৌশল

খ.১-শ্রেণিকক্ষ সজ্জা (প্রাক-প্রাথমিক)

শ্রেণিকক্ষে শিখন উপকরণসমূহ বিভিন্ন কর্ণারে সঠিকভাবে সজ্জিত করা প্রয়োজন। কর্ণারের উপকরণসমূহ যথাযথ স্থানে রাখার পরও এমন অনেক জায়গা থাকে যা শিশুবান্ধব করে সাজালে শিশুরা আনন্দ পায় এবং শ্রেণিকক্ষকে তাদের প্রিয় জায়গা মনে করে। শিশুদের তৈরি ডিজাইন ও শিশুদের আঁকা ছবি দিয়ে শ্রেণিকক্ষ সুন্দর করে সাজানো যেতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন শিশুতোষ ছবি, পোস্টার পেইন্টিং, চার্ট ইত্যাদি দিয়েও কক্ষ সাজানো যেতে পারে। সর্বোপরি বিভিন্ন রঙিন কাগজ কেটে দেয়াল ও ছাদ সাজালে এবং নিয়মিত সাজ পরিবর্তন করলে শ্রেণিকক্ষের প্রতি শিশুদের আকর্ষণ বাড়ে। সাজসজ্জার ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন-

- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কক্ষটি আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন নকশা, রঙিন কাগজ, ছবি ইত্যাদি ছাদ থেকে ঝুলিয়ে রাখা যেতে পারে।
- কক্ষের দরজা জানালা রং কিংবা রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো যেতে পারে।
- কক্ষের বাইরের দেয়ালকেও সাজানো যেতে পারে। বাইরের যে খোলা জায়গায় বিভিন্ন সময় বাইরের খেলা ও কাজ করানো হবে সে জায়গাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। প্রয়োজনে জায়গাটি চিহ্নিত করে রাখা যেতে পারে।
- সজ্জার ক্ষেত্রে শিশুদের হাতের কাজ এবং তাদের পছন্দকে গুরুত্ব দিতে হবে।

সুসম্পর্কঃ একটি আকর্ষণীয় শিখন পরিবেশ শিশুদের বিভিন্নভাবে শেখার প্রবণতাকে উৎসাহিত ও সহায়তা করে। তাই শিশু-শিশু, শিশু-শিক্ষক, শিক্ষক-শিক্ষক, শিক্ষক-বাবা/মা, শিশু-বাবা/মা ইত্যাদি পারস্পরিক সুসম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষের ভৌত পরিবেশের পাশাপাশি মানবিক পরিবেশকে আকর্ষণীয় এবং ইতিবাচক করতে শিশু, বাবা-মা, শিক্ষকসহ অন্যান্য সকলের অংশগ্রহণ এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করতে পারে। এটি পরোক্ষভাবে শিশুকে ক্লাসে মনোযোগী, উৎসাহী, আগ্রহী এবং সক্রিয় থাকতে সহায়তা করে এবং ক্লাসে তারা খুশি থাকে, আনন্দে থাকে।

নিরাপত্তা এবং পরিচ্ছন্নতাঃ ছোট শিশুদের শ্রেণিকক্ষ হতে হবে নিরাপদ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। শিশুরা প্রতিদিনই খেলাধুলা বা অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে তা নোংরা করে ফেলতে পারে তবে তা নিয়মিত পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা রাখতে হবে। শিশুদের নিরাপত্তার জন্য যে কোন ক্ষতিকর জিনিস যেমন- চোখা কাঠি, বেত, ভাঙ্গা খেলনা, ভাঙ্গা গ্লাস, কাঁচের টুকরা ইত্যাদি দেখামাত্র নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলতে হবে। শিক্ষকই প্রতিদিনের নিরাপত্তা এবং পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি নিশ্চিত করুন। শিশুদেরকেও তাদের উপযোগী বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে এই ব্যাপারে সচেতন করুন। যেমন-

- আসবাবপত্র, রেলিং, দরজা ও জানালা ইত্যাদির ধারালো কিনারা মসৃণ করে নিতে হবে যাতে শরীরের কোন অংশ লেগে কেটে না যায়। বিভিন্ন উঁচু স্থানে রেলিং থাকতে হবে এবং রেলিং ছাড়া অংশের উচ্চতা এমন হতে হবে যাতে শিশুরা পড়ে গিয়ে ব্যথা না পায়।
- দেয়ালের উপকরণ এমন হতে হবে যা থেকে পলেস্তারা বা গুঁড়ো উঠে না আসে। বিদ্যালয়ের সকল ভবনের মেঝে শক্ত, সমান ও মসৃণ হতে হবে। উঁচু-নিচু, গর্ত ও ফাটল থাকা যাবেনা।
- বিদ্যালয়ের পাশে উন্মুক্ত নালা, খাল, পুকুর, রাস্তা কিংবা বিপদজনক কোন জায়গা থেকে চলাচল আলাদা করতে যথেষ্ট উচ্চতা সম্পন্ন বেড়া ব্যবহার করা উচিত।
- বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে পরিত্যক্ত গাছের গুঁড়ি, ইটের টুকরো, ইট কিংবা বড় পাথর লেগে শিশু যেন আহত না হয় সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।
- সব স্থানে যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা রাখা উচিত যাতে শিশুর চলাচল বাধাগ্রস্থ না হয়।
- আগুন বা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হতে পারে এমন জায়গা আলাদা করতে হবে।

শ্রেণিকক্ষের পরিষ্কার পরিছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সম্পর্কে নির্দেশিকায় যে নির্দেশনা দেওয়া আছে তা হল-

- শ্রেণিকক্ষের এক কোণায় নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রয়োজনে শ্রেণিকক্ষের বাইরেও এ ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ময়লা ফেলার জন্য একটা বিন/পাত্র থাকতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিশুদের স্যান্ডেল/জুতা রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিশুদের সাবানসহ হাত ধোয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

একীভূততা: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেণিকক্ষ বিন্যাস, সজ্জা ও ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে সব ধরনের শিশুর কথা বিবেচনায় রেখে একীভূততা নিশ্চিত করতে হবে। সজ্জার উপকরণ, ছবি, পেইন্টিংসহ অবকাঠামোগত বিষয়েও একীভূততা নিশ্চিত করতে সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

খ.২-শ্রেণি ব্যবস্থাপনা

শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের একটি অন্যতম বিষয় হলো শ্রেণি ব্যবস্থাপনা। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে দক্ষ শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ওপর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় শিক্ষকের বিষয়জ্ঞান, শিখন-শেখানো কৌশল, শিখন উপকরণ ইত্যাদি যতই ভালো হোক না কেন, তা কার্যকর হবে না যদি তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা না যায়। সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হয় যথাযথ শ্রেণি ব্যবস্থাপনা। যথাযথ পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন, শিশুদের অসদাচরণ নিয়ন্ত্রণ ও তাদের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, শ্রেণিকক্ষ পরিচালনার কিছু নীতি প্রতিষ্ঠা করা, শ্রেণিকক্ষে কার্যকর যোগাযোগ কৌশল ব্যবহার করে শিশুদের বিভিন্ন কাজে সক্রিয় রাখা ইত্যাদি কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা করা যায়। নিচে এরকম কিছু কৌশল দেওয়া হলো-

খেলার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আচরণ ব্যবস্থাপনার কৌশল

শ্রেণিকক্ষে শিশুর শিখন অনেকাংশে তাদের আচরণের ওপর নির্ভর করে। শ্রেণিকক্ষে শিশু আচরণ দু'ধরনের হয়- সহযোগিতামূলক ও অসহযোগিতামূলক আচরণ। শ্রেণি ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম বিষয় হলো শিশুর অসহযোগিতামূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে তার পরিবর্তে সহযোগিতামূলক আচরণ করানো। ৪ থেকে ৬ বছর বয়সি শিশুদের আবেগ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো দলে তাদের সহযোগিতাপূর্ণ ও গঠনমূলক অংশগ্রহণ, যা খেলার মাধ্যমে নিশ্চিত করা যায় সহজেই। এই বয়সি শিশুরা খেলায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে নিজেদের আবেগ, আচরণ ও চিন্তা নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পায়। আবার এক খেলা থেকে অন্য খেলায় বা কাজে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে শিশুদের মনোযোগ, আবেগ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করার জন্য শিক্ষক নিচের কৌশলগুলো অবলম্বন করতে পারেন। যেমন-

১. শিশুদের বলুন, ''আমি যখন আস্তে আস্তে তালি দিতে থাকব তখন তোমরা আস্তে আস্তে লাফাতে থাকবে এবং যখন জোরে জোরে তালি দিতে থাকব তখন তোমরা জোরে জোরে লাফাতে থাকবে''। এই খেলাটি ২-৩ মিনিট শিশুদের নিয়ে খেলুন।

২. প্রথমে শিশুদের নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়ান। এবার বলুন, ''আমি যখন 'Start' বলব তখন তোমরা সবাই নিজেদের মতো করে শ্রেণিকক্ষের ভিতরে হাঁটবে এবং যখন আমি 'Stop' বলব তখন যে যে জায়গায় থাকবে সে জায়গায় দাঁড়িয়ে যাবে''। এভাবে ২-৩ বার খেলাটি খেলুন।

৩. শিশুদের বুঝিয়ে বলুন, **বরফ** শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে তারা যে যেখানে আছে সেখানেই দাঁড়িয়ে যাবে, নড়াচড়া করবে না, কথা বলবে না। এরপর শিশুদের বলুন, 'লাফাও, লাফাও, লাফাও, লাফাও, এখন বরফ হও।' শিশুরা যখন বরফ নামক বিশেষ শব্দটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাবে, তখন শিশুদের আবেগ ও আচরণ নিয়ন্ত্রণে এবং তাদের চিন্তাশীল ও মনোযোগী করার ক্ষেত্রে এই খেলাটি বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

৪. শিশুদের বলুন, ''আমি একটি সংখ্যা বলার পরে তোমরা সবাই মিলে পরের সংখ্যাটি বলবে''। যেমন- আমি 'এক' বললে তোমরা সবাই মিলে বলবে 'দুই', আমি 'তিন' বললে তোমরা সবাই মিলে বলবে 'চার'। এভাবে '৫ বা ১০' পর্যন্ত সংখ্যা বলে খেলাটি খেলুন।

৫. শিশুদের বলুন, আমি যা বলব তোমরা সেটা অভিনয় করে দেখাবে। যেমন- ব্রাশ করো বললে তোমরা সবাই ব্রাশ করার অভিনয় করবে, গোসল করো বললে তোমরা সবাই গোসল করার অভিনয় করবে, হাত ধোয়ার কথা বললে সবাই হাত ধোয়ার অভিনয় করবে। এইভাবে খেলাটি ২-৩ মিনিট খেলাটি খেলুন।

৬. সবাইকে লাইন করে দাঁড়াতে বলুন এবং চোখ বন্ধ করতে বলুন। এখন, সবাইকে নাক দিয়ে আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস নিতে বলুন এবং মুখ দিয়ে ছাড়তে বলুন। এভাবে ২-৩ বার করে খেলাটি শেষ করুন।

অনুকূল শ্রেণি পরিবেশ প্রতিষ্ঠা

অনুকূল শ্রেণি পরিবেশ হলো শ্রেণিকক্ষের এমন একটি অবস্থা যেখানে শিক্ষক ও শিশুদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও উষ্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। এ ধরনের শ্রেণি পরিবেশে শিশুরা সহযোগিতামূলক আচরণ ও ভয়-ভীতিমুক্ত পরিবেশে শিখতে পারে। শিশুরা বিভিন্ন কাজে মনোযোগী হয় এবং সক্রিয় থাকে। কিছু সাধারণ কৌশল অবলম্বন করে একটি অনুকূল শ্রেণি পরিবেশ তৈরি করা যায়। যেমন-

- সম্পর্ক উন্নয়ন করা
- আচরণ বিধি প্রতিষ্ঠা
- যোগাযোগ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা
- জেন্ডার ও জাতিগত বৈষম্য দূর করা
- বিশেষ চাহিদার প্রতি সাড়া দেওয়া ইত্যাদি।

সহায়ক তথ্য ০৪	পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ

শিখনফলঃ

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. পরিচিতি সম্পর্কিত কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. দৈনিক সমাবেশ সম্পর্কিত কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;

গ. শিক্ষক সহায়িকার আলোকে পরিচিতি, দৈনিক সমাবেশ অনুশীলন করতে পারবেন।

অংশ-কঃ	পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশের ধারণা এবং সিমুলেশন

পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ

প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য শ্রেণির শিশুদের জন্য পরিচিতি ও দৈনিক সমাবেশ এর বিভিন্ন কাজ রাখা হয়েছে। পরিচিতির কাজগুলো শিক্ষক প্রথম মাসে করাবেন। পরবর্তী সময়ে সারা বছর দৈনিক সমাবেশের কাজগুলো করাবেন।

পরিচিতি	**দৈনিক সমাবেশ**
নিজের পরিচিতি	কুশল বিনিময় ও সহযোগিতার মনোভাব
বিদ্যালয় পরিচিতি	জাতীয় সংগীত
সহপাঠী ও শিক্ষকদের সঙ্গে পরিচিতি	ভাব বিনিময়
	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষক সহায়িকার (৪+ বয়সি) পৃষ্ঠা ২৭-৩৪ এবং শিক্ষক সহায়িকার (৫+ বয়সি) পৃষ্ঠা ৩১-৩৮ পর্যন্ত অনুসরণ করুন।

সহায়ক তথ্য ০৫	শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা (ব্যায়াম)

শিখনফলঃ

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ব্যায়াম সম্পর্কিত কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. শিক্ষক সহায়িকার আলোকে ব্যায়াম অনুশীলন করতে পারবেন।

অংশ-কঃ	ব্যায়াম কার্যক্রমের ধারণা এবং সিমুলেশন

শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা ব্যায়াম

একটি কর্মক্ষম, হাসি-খুশি, সুখী ও আনন্দময় জীবনের জন্য প্রত্যেক শিশুর সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন প্রয়োজন। সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন নিশ্চিতকরণের জন্য ব্যায়াম অন্যতম উপায়। ব্যায়াম শিশুদের পেশী সঞ্চালনে দক্ষতা এবং শারীরিক কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এছাড়াও শিশুদের শারীরিক জড়তা দূর করা, আনন্দলাভ ও বিনোদনের জন্য ব্যায়াম একটি কার্যকর মাধ্যম। প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের বয়স বিবেচনা করে পাঠ্যসূচিতে ব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিশুদের জন্য নির্বাচিত ব্যায়ামগুলো হলো-

১. ব্যায়াম: হাঁটা
২. হাতের ব্যায়াম: ফুলকলি
৩. হাতের ব্যায়াম: হাত নাড়ানো
৪. হাত-পা ও পিঠের ব্যায়াম: হাতি
৫.হাত ও পায়ের ব্যায়াম: তালি বাজানো
৬.কোমরের ব্যায়াম: কোমর দোলানো
৭.হাঁটুর ব্যায়াম

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিশুদের জন্য নির্বাচিত ব্যায়ামগুলো হলো-

১. ব্যায়াম: হাঁটা
২. হাতের ব্যায়াম: ফুলকলি
৩. হাতের ব্যায়াম: হাত নাড়ানো
৪. হাত ও ঘাড়ের ব্যায়াম: প্যাঁচা
৫. ঘাড়ের ব্যায়াম: ঘাড় নাড়ানো
৬. কোমরের ব্যায়াম: কোমর দোলানো
৭. পায়ের ব্যায়াম
৮. মাথা ও ঘাড়ের ব্যায়াম
৯. হাত ও পিঠের ব্যায়াম: হাতি
১০. হাত পা ও পিঠের ব্যায়াম: ডান-বাম দৃষ্টি

শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষক সহায়িকার (৪+ বয়সি) পৃষ্ঠা ৩৫-৪৮ পর্যন্ত এবং শিক্ষক সহায়িকার (৫+ বয়সি) পৃষ্ঠা ৪০-৬৩ পর্যন্ত অনুসরণ করুন।

সহায়ক তথ্য ০৬	শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা (খেলা)

শিখনফলঃ

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. খেলা সম্পর্কিত কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. শিক্ষক সহায়িকার আলোকে খেলা অনুশীলন করতে পারবেন।

অংশ-কঃ	খেলা কার্যক্রমের ধারণা এবং সিমুলেশন

খেলা হলো শিশুর সবচেয়ে পছন্দনীয় একটি কাজ। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) পর্যায়ে শিশুর জন্য খেলা হলো শেখার একটি অন্যতম উপায়। বিষয়ভিত্তিক শিখন অর্জন ছাড়াও শিশুদের আনন্দলাভ, বিনোদন এবং সার্বিক বিকাশ লাভের জন্য খেলার ভূমিকা অপরিসীম। শিশুরা যেমন একাকী ও ইচ্ছেমতো খেলতে পছন্দ করে, তেমনই অন্য শিশুদের সাথে মিলেমিশে ছোটো বা বড়ো দলে খেলতে ভালবাসে। প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিশুদের বয়স বিবেচনা করে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) পাঠ্যসূচিতে খেলা অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। এসব খেলাকে প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) পাঠ্যসূচিতে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ক) ইচ্ছেমতো খেলা খ) নির্দেশনার খেলা।

শ্রেণিকক্ষের ভিতরের খেলার তালিকা

১. নামের খেলা
২. শুনি ও উড়ি
৩. বাজনার সাথে হাত বদল
৪. যা করি তাই করো
৫. বিড়াল তোমার মাছ নিলো কে?
৬. বলো তো আমার বন্ধু কে?
৭. না দেখে স্পর্শ করে বলতে পারি
৮. আগের মতো সাজাই
৯. জোড়া তৈরির খেলা
১০. ফুলের নামের খেলা
১১. আমি যা দেখি, তা কি তুমি দেখো?
১২. দলনেতা খুঁজে বের করি
১৩. ছন্দে ছন্দে হাততালি
১৪. রুমাল খোঁজা
১৫. ফলের নামের খেলা
১৬. বলো তো আমি কী করি?
১৭. থেমে যাও
১৮. কে বলে মিউ?
১৯. স্মৃতির খেলা
২০. খাবারের নামের খেলা
২১. বল পাসিং
২২. জিনিস চেনার খেলা
২৩. যা বলি তা দেখাও
২৪. বলো তো কীসের শব্দ?
২৫. মালা গো মালা
২৬. যানবাহনের নামের খেলা
২৭. পাখির নামের খেলা
২৮. প্রযুক্তির নামের খেলা

শ্রেণিকক্ষের বাইরের খেলার তালিকা

১. আতা পাতা কিসের পাতা
২. ইচ্ছেমতো আঁকা
৩. হাঁস দৌড়
৪. লাল বাতি সবুজ বাতি
৫. বাজনার সাথে হাঁটা
৬. ছুঁয়ে আসা
৭. কুমির কুমির
৮. নানাভাবে পার হই
৯. দেখি কে ফেলতে পারে?
১০. লাইন লম্বা করি
১১. কানামাছি ভোঁ ভোঁ
১২. বাঘ হরিণ
১৩. পাহাড়-নদী
১৪. রশির ওপর হাঁটি
১৫. ওপেনটি বাইস্কোপ
১৬. আমার ঘরে কে রে?
১৭. শুনি ও চলি
১৮. সবাই মিলে লাফিয়ে চলি

শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষক সহায়িকার (৪+ বয়সি) পৃষ্ঠা ৪৯- ৮৪ পর্যন্ত এবং শিক্ষক সহায়িকার (৫+ বয়সি) পৃষ্ঠা ৬৪ - ৯৮ পর্যন্ত অনুসরণ করুন।

সহায়ক তথ্য ০৭	ভাষা ও যোগাযোগ (শোনা ও বলা: ছড়া, গান, গল্প)

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ধ্বনি সচেতনতা কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

খ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ভাষা ও যোগাযোগ (শোনা ও বলা: ছড়া, গান, গল্প) সম্পর্কিত কাজ বর্ণনা করতে পারবেন।

গ. শিক্ষক সহায়িকার আলোকে ভাষা ও যোগাযোগ (শোনা ও বলা: ছড়া, গান, গল্প) সম্পর্কিত কাজ অনুশীলন করতে পারবেন।

অংশ-ক	ধ্বনি সচেতনতা

ধ্বনি সচেতনতা: ধ্বনি সচেতনতা বলতে আওয়াজ/ধ্বনি শুনে চিহ্নিত করতে পারা ও পরিবর্তন করতে পারার সামর্থ্যকে বোঝায়। পড়তে শেখার প্রথম উপদান হলো ধ্বনি সচেতনতা। ধ্বনি সচেতনতা পরিকল্পিতভাবে শেখাতে হয়। এটা সম্পূর্ণ মৌখিক।

ধ্বনি সচেতনতার ৩ টি কাজ:

১. ধ্বনি চিহ্নিতকরণ

শব্দের মধ্যস্থিত প্রতিটি ধ্বনি আলাদা আলাদাভাবে চিনতে পারা ও পরিবর্তন করতে পারাই হল ধ্বনি চিহ্নিতকরণ। শুনে শুনে শব্দের ধ্বনিগুলোকে চিহ্নিত করতে পারা পড়ার একটি অন্যতম দক্ষতা।

২. **ধ্বনি মিলকরণ:** ধ্বনি মিলকরণ হচ্ছে বিভিন্ন ধ্বনিগুলোকে ধারাবাহিকভাবে মিলিয়ে শব্দ তৈরি করতে পারার দক্ষতা।

৩. **ধ্বনি বিভক্তিকরণ:** ধ্বনি বিভক্তিকরণ হলো শব্দকে ভেঙে শব্দের মধ্যকার ধ্বনিগুলোকে আলাদা করতে পারার দক্ষতা।

ধ্বনি সচেতনতার ৩ টি কাজের উদাহরণ:

ধ্বনি চিহ্নিতকরণ:

- শিক্ষক বলবেন, আমরা একটি মজার খেলা খেলব। আমি কিছু শব্দ বলব। যদি শব্দটির প্রথম ধ্বনি /ক/ হয়, অর্থাৎ শব্দটি বলতে শুরুতে /ক/ ধ্বনি আসে, তাহলে আমি হাত উঠাবো। আর যদি প্রথমে /ক/ না আসে, তবে হাত উঠাব না। এরপর শিক্ষক আবার বলবেন কলম এবং শব্দটি বলার সময় হাত উঠাবেন।
- এরপর আরেকটি শব্দ বলবেন, যেমন- জামা। এবার শিক্ষক হাত উঠাবেন না এবং বলবেন, জামা বলতে শুরুতে /ক/ ধ্বনি আসে না। তাই আমি হাত উঠালাম না।
- এবার একসাথে (শিক্ষক-শিক্ষার্থী) বাকী শব্দগুলো দিয়ে হাত তোলার খেলাটি খেলবেন।

ধ্বনি মিলকরণ:

- শিক্ষক বলবেন, আজ আমরা কতগুলো ধ্বনি মিলিয়ে শব্দ তৈরি করার খেলা খেলব। আমি কিছু ধ্বনি বলছি, এগুলো মিলে কীভাবে শব্দ তৈরি হয় তোমরা শোন।
    - ✓ শিক্ষক: **/ক/ /ল/ /ম/- কলম**
    - ✓ (এজন্য শিক্ষক তার ডান হাত দিয়ে বাম হাতে একেকটি ধ্বনি/শব্দাংশের জন্য একেকটি ভাগ দেখাবেন। আর শব্দটি বলার সময় ভাগগুলোকে একত্রে মেশানোর ভঙ্গি করবেন।)
- শিক্ষক এবার একসাথে (শিক্ষক-শিক্ষার্থী) **/ক/ /ল/ /ম/- কলম** দিয়ে ধ্বনি মিলানোর খেলাটি আরো ২-৩ বার খেলবেন।
- এরপর শিক্ষক কিছু শব্দ বলবেন এবং শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে কাজটি করবে।

এরপর শিক্ষক নির্দেশনা দিবেন এবং শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে কাজটি করবে।

ধ্বনি বিভক্তিকরণ:

ধ্বনি বিভক্তিকরণ হলো শব্দকে ভেঙে শব্দের মধ্যকার ধ্বনিগুলোকে আলাদা করতে পারার দক্ষতা।

- শিক্ষক বলবেন, আজ আমরা শব্দ থেকে ধ্বনিগুলোকে আলাদা খেলা খেলব। আমি একটি শব্দ বলছি, শব্দটি হলো-কলম। এখন আমি শব্দটির ধ্বনিগুলোকে আলাদা করে বলছি, তোমরা শোন।
    - শিক্ষক: **কলম - /ক/ /ল/ /ম/** ।
    - (এজন্য শিক্ষক শব্দটি বলে তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে একেকটি ধ্বনির জন্য একেকটি ভাগ দেখাবেন। এভাবে শিক্ষক ২-৩ বার করবেন)।
- একইভাবে আমরা বই শব্দটিকে বিভক্তি করা শিখব। বই শব্দটির মধ্যে কী কী ধ্বনি আছে?

বই- /ব/ /ই/। এখানে বই শব্দটিতে দুটি ধ্বনি আছে। প্রথম ধ্বনিটি /ব/ ও পরের ধ্বনিটি হলো /ই/। (এজন্য শিক্ষক তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে শব্দটি দেখাবেন, তারপর একেকটি ধ্বনির জন্য একেকটি ভাগ দেখাবেন)। এবার আমরা একসঙ্গে এই কাজটি করবো।

বই - /ব/ /ই/। (শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েই ধাপ-১ এর মত হাত দিয়ে শব্দ বিভক্তিকরণের কাজটি করবে।)

- এখন তোমরা এই কাজটি নিজেরা করবে।

বই- /ব/ /ই/। (শিক্ষক ধাপ ১, ২ ও ৩ অনুসরণ করে গরম শব্দ দিয়ে শব্দের ধ্বনি বিভক্তিকরণের কাজ করবেন।)

অংশ-খ	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ভাষা ও যোগাযোগ (শোনা ও বলা: ছড়া, গান, গল্প) সম্পর্কিত কাজ

৪+ বয়সি শিশুদের জন্য নির্বাচিত ছড়া

১. তাই তাই তাই
২. বাকবাকুম পায়রা
৩. মায়ের হাসি
৪. চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
৫. খোকন খোকন ডাক পাড়ি
৬. লক্ষ তারা ভাই বোনেরা

৭. Jump Jump
৮. নখ কাটি চুল ছাঁটি
৯. ঝুপুর ঝুপুর ঝুপুর
১০. আগডুম বাগডুম
১১. বাবুই টিয়া ময়না
১২. আয়রে আয় টিয়ে
১৩. Twinkle twinkle, little star
১৪. সিংহ মামা সিংহ মামা
১৫. জাম জামরুল কদবেল
১৬. নখের ভেতর রোগের বাসা
১৭. ঐ দেখা যায় তাল গাছ
১৮. চিরুনি আর আয়না
১৯. রোদের আলো চাঁদের আলো
২০. লালশাক কচুশাক
২১. ময়লা করতে পরিষ্কার
২২. খোকা যাবে মাছ ধরতে
২৩. আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা
২৪. শাপলা মেয়ে

৫+ এর নির্বাচিত ছড়া

১. হাট্টিমা টিম টিম
২. আম পাতা জোড়া জোড়া
৩. টিয়া টিয়া সবুজ টিয়া
৪. নোটন নোটন পায়রা
৫. ইঁদুর ছানার ছড়া
৬. ঐ দেখা যায় তাল গাছ
৭. মৌমাছি মৌমাছি
৮. আয় আয় চাঁদ মামা
৯. সাঁতার না শিখলে
১০. আয়রে আয় টিয়ে
১১. গোল কোরো না
১২. ওয়ান গেল মাছ ধরতে
১৩. সকালে উঠিয়া আমি
১৪. Twinkle twinkle, little star
১৫. মজার দেশ
১৬. ABCDEFG
১৭. চোখ দিয়ে দেখি আমি
১৮. লালশাক কচুশাক
১৯. নখ কাটি চুল ছাঁটি
২০. গাছে গাছে ফুল ফোটে
২১. রেলগাড়ি রেলগাড়ি
২২. খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো

৪+ এর গানের তালিকা

১. আয় আয় চাঁদ মামা
২. ঝড় এলো এলো ঝড়
৩. হাট্টিমা টিম্ টিম্
৪. তাঁতির বাড়ি ব্যাঙের বাসা
৫. প্রজাপতি প্রজাপতি
৬. ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি
৭. আঁকতে পারি প্রজাপতি
৮. চোখ দিয়ে দেখি আমি

৫+ এর গানের তালিকা

১. বুলবুল পাখি ময়না টিয়ে
২. দোল দোল দোলনি
৩. আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
৪. এমন মজা হয় না
৫. আমাদের দেশটা স্বপ্নপুরী
৬. আমরা সবাই রাজা
৭. গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত
৮. Head shoulders knees and toes

৯. আমরা করব জয়
১০. একদিন ছুটি হবে
১১. লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া
১২. মেঘের কোলে রোদ হেসেছে
১৩. প্রিয় ফুল শাপলা ফুল
১৪. প্রজাপতি প্রজাপতি

৪+ বয়সি শিশুদের জন্য গল্পের তালিকা		
শিক্ষক সহায়িকার গল্প	**গল্পের বই**	**ছবির গল্প**
১. বলো তো আমি কে?	১. আমরা আপনজন	১. স্কুলের প্রথম দিন
২. তুলির জন্মদিন	২. আমাদের বাড়ি	২. ঐশীর ফুল
৩. মাকে খুঁজি	৩. গুছিয়ে রাখি	৩. পুটু ও গুটু
৪. দিয়ার ভাবনা	৪. লাল পোকার গল্প	৪. ছোট্ট পাখি
৫. নিতুর নীল গাড়ি	৫. সাব্বাস সাবধানী	৫. ঝড়ের পরে

৫+ বয়সি শিশুদের জন্য গল্পের তালিকা	
শিক্ষক সহায়িকার গল্প	**গল্পের বই**
১. শেয়াল ও কাক	১. কোথায় আমার মা
২. পানি	২. ফুল ফোটার আনন্দ
৩. দাদুর জন্য ভালোবাসা	৩. বর্গ রাজা ও ত্রিভুজ রানি
৪. খেলতে যাই অনেক দূরে	৪. যাচ্ছ কোথায়?
৫. আরিয়ার মান অভিমান	৫. জবার লাল জামা
৬. ঝুলে আছে মাশৈ	৬. ঘুড়িটা আমার
৭. ছুঁয়ে দেখি	৭. খেলার ঘর
৮. অহঙ্কারী গোলাপ	৮. সাদা প্রজাপতি
৯. পাতা ও মাটির ঢেলা	৯. দিচ্ছি পাড়ি মামার বাড়ি
১০. ছোট্ট ছেলে বেলাল	১০. আমি বড়ো
১১. ছোটো লাল মুরগিটি	
১২. তিনটি ক্ষুধার্ত ছাগল	

শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষক সহায়িকার (৪+ বয়সি) পৃষ্ঠা ৯৪ -১২১ পর্যন্ত এবং শিক্ষক সহায়িকার (৫+ বয়সি) পৃষ্ঠা ১১৪-১৫৩ পর্যন্ত অনুসরণ করুন

সহায়ক তথ্য ০৮	ভাষা ও যোগাযোগ (প্রাক-পঠন, প্রাক-লিখন ও ইচ্ছেমত আঁকি-বুঁকি)

শিখনফলঃ

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ভাষা ও যোগাযোগ (প্রাক-পঠন, প্রাক-লিখন, ইচ্ছেমত আঁকি-বুঁকি) সম্পর্কিত কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় ভাষা ও যোগাযোগ (প্রাক-পঠন, প্রাক-লিখন, ইচ্ছেমত আঁকি-বুঁকি) সম্পর্কিত কাজ অনুশীলন করতে পারবেন।

অংশ-ক	ভাষা ও যোগাযোগ (প্রাক-পঠন, প্রাক-লিখন, ইচ্ছেমত আঁকি-বুঁকি)সম্পর্কিত কাজ

প্রাক-পঠন	প্রাক-লিখন
৪+ বয়সি শিশুদের জন্য ১. ছবি পড়ি ২. সংকেত চেনার খেলা **৫+ বয়সি শিশুদের জন্য** ১. ছবির গল্প পড়া ২. মিল-অমিল খুঁজে বের করা ৩. বর্ণমালা পরিচিতি ও পঠন ৪. প্রতীক বা সংকেত চিনে নেই ৫. কোনটি কেমন বলতে পারি গন্ধ চিনি স্বাদ বুঝি	**৪+ বয়সি শিশুদের জন্য** ১. ইচ্ছেমতো আঁকি ২. দাগ মিলিয়ে আঁকি **৫+ বয়সি শিশুদের জন্য** ১. ইচ্ছেমতো আঁকা ২. দাগ টানি ও যেমন আছে তেমন আঁকি ৩. ডট মিলিয়ে লিখি ৪. বর্ণ লিখি ৫. দেখে দেখে নাম লিখি

শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষক সহায়িকার (৪+ বয়সি) পৃষ্ঠা ১২২-১২৬ এবং শিক্ষক সহায়িকার (৫+ বয়সি) পৃষ্ঠা ১৫৪-১৬৪ পর্যন্ত অনুসরণ করুন।

সহায়ক তথ্য ০৯	গণিত ও যুক্তি

শিখনফলঃ

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. গণিত ও যুক্তি সম্পর্কিত কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. গণিত ও যুক্তি সম্পর্কিত কাজ অনুশীলন করতে পারবেন।

অংশ-কঃ	গণিত ও যুক্তি সম্পর্কিত কাজ ব্যাখ্যা ও সিমুলেশন

গণিত ও যুক্তি অংশের কাজের তালিকাঃ

শিক্ষক সহায়িকায় (৪+বয়সি) গণিত ও যুক্তি অংশের কাজ	শিক্ষক সহায়িকায় (৫+বয়সি) গণিত ও যুক্তি অংশের কাজ
তুলনা	তুলনা
অবস্থান	অবস্থান
গণনা	গণনা
আকার- আকৃতি	আকার- আকৃতি
ঈরিমাপ	পরিমাপ
	প্যাটার্ন

শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষক সহায়িকার(৪+ বয়সি) জন্য পৃষ্ঠা ১২৭- ১৩৮ পর্যন্ত এবং শিক্ষক সহায়িকার (৫+ বয়সি) পৃষ্ঠা ১৬৫ - ১৯২ পর্যন্ত অনুসরণ করুন।

সহায়ক তথ্য ১০	সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা

শিখনফলঃ

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার কাজসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;

খ. সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার কাজ অনুশীলন করতে পারবেন।

অংশ-কঃ	শিশুর সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং সিমুলেশন

সৃজনশীলতা হলো শিশুর নিজস্ব ভঙ্গিতে সৃষ্টিশীল যে কোনো কাজ। যেমন- শিশুদের নিজস্ব ভঙ্গিতে ছড়া, গান, গল্পবলা এবং ছবি আঁকা, কোনো কিছু বানানো বা তৈরি করা।

নান্দনিকতা হলো- যে কোন কাজের মধ্যে শৈল্পিক সৌন্দর্যবোধ ফুটিয়ে তোলা যেমন-জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, নিজেকে পরিপাটি করে রাখা, কোনো কিছু শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করা।

৪+ ও ৫+ শিশুর সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতার ক্ষেত্র নিম্নরুপঃ

১. ছড়া, গান ও গল্প
২. চারুকলা
৩. কারুকলা
৪. সৌন্দর্যবোধ

শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষক সহায়িকার (৪+ বয়সি) পৃষ্ঠা **১৩৯-১৫২** পর্যন্ত এবং শিক্ষক সহায়িকার (৫+ বয়সি) পৃষ্ঠা **১৯৩-২০২** পর্যন্ত অনুসরণ করুন।

সহায়ক তথ্য ১১	পরিবেশ ও জলবায়ু

শিখনফলঃ

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবেশ ও জলবায়ু সম্পর্কিত কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবেশ ও জলবায়ু সম্পর্কিত কাজ অনুশীলন করতে পারবেন।

অংশ-কঃ	পরিবেশ ও জলবায়ু সম্পর্কিত কাজ ও সিমুলেশন

পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক কাজের তালিকাঃ

- নিকট পরিবেশের উপাদান সম্পর্কে জানা
- আবহাওয়া ও ঋতুর পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা
- বাড়ি, বিদ্যালয় ও পরিবেশের প্রতি যত্নশীল হওয়া

শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষক সহায়িকার (৪+ বয়সি) পৃষ্ঠা ১৫৩-১৫৮ পর্যন্ত এবং শিক্ষক সহায়িকার (৫+ বয়সি) পৃষ্ঠা ২০৩-২১২ পর্যন্ত অনুসরণ করুন।

সহায়ক তথ্য ১২	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

শিখনফল:

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত কাজ বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত কাজ অনুশীলন করতে পারবেন।

অংশ-ক:	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কিত কাজ ব্যাখ্যা ও সিমুলেশন

শিক্ষক সহায়িকায় (৪+ ও ৫+ বয়সি) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক কাজের তালিকা:

১. দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ

২. জীব ও জড়ের পার্থক্য

৩. দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তির ব্যবহার

শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষক সহায়িকার (৪+ বয়সি) পৃষ্ঠা **১৫৯-১৬২** পর্যন্ত এবং শিক্ষক সহায়িকার (৫+ বয়সি) পৃষ্ঠা **২১৩-২২০** পর্যন্ত অনুসরণ করুন।

সহায়ক তথ্য ১৩	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা

শিখনফলঃ

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত কাজ অনুশীলন করতে পারবেন।

অংশ-কঃ	শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত কাজ ব্যাখ্যা ও সিমুলেশন

শিক্ষক সহায়িকার (৪+ বয়সি) শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা বিষয়ক কাজের তালিকা	**শিক্ষক সহায়িকার (৫+ বয়সি) শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা বিষয়ক কাজের তালিকা**
১. আমার শরীর ২. চুল আঁচড়ানো ৩. অসুস্থতা ৪. দৈনিক স্বাস্থ্য কথকতা ও স্বাস্থ্যবিধি ৫. হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢাকা ৬. আমার খাবার দাবার ৭. দাঁত মাজা ৮. নিরাপদ পানি ৯. আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ ১০. হাত-মুখ ধোয়া ১১. বিশ্রাম ও বিনোদন ১২. শিশুর নিরাপত্তা ও সুরক্ষা	১. আমার শরীর ২. সুস্থতা ৩. দৈনিক স্বাস্থ্য কথকতা ও স্বাস্থ্যবিধি ৪. নিরাপদ পানি ৫. স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাবার গ্রহণ ৬. আবেগ অনুভূতি প্রকাশ ৭. বিশ্রাম ও বিনোদন ৮. সুরক্ষা

শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষক সহায়িকার (৪+ বয়সি) পৃষ্ঠা ১৬৩- ১৯২ পর্যন্ত এবং শিক্ষক সহায়িকার (৫+ বয়সি) পৃষ্ঠা ২২১-২৩৯ পর্যন্ত অনুসরণ করুন।

সহায়ক তথ্য ১৪	অভিভাবক সভা ও শিখন অগ্রগতি যাচাই

শিখনফলঃ

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. অভিভাবক সভার উদ্দেশ্য ও পরিচালনার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছক ও শিক্ষা সমাপ্তি প্রত্যয়নপত্র প্রস্তুত করতে পারবেন।

অংশ-কঃ	অভিভাবক সভার উদ্দেশ্য ও পরিচালনার কৌশল

ক. অভিভাবক সভা ও এর উদ্দেশ্য

শিশুর প্রথম শিক্ষক হলেন শিশুর মাতা-পিতা। জন্মের পর মাতা-পিতাই তাকে খাবার খেতে শেখান, হাঁটতে শেখান, কথা বলতে শেখান। তারপর ধীরে ধীরে শিশু তার চারপাশের পরিবেশ ও মানুষগুলোর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে ক্রমাগত আরও নতুন নতুন বিষয় শিখতে থাকে। ৪+ বয়সের শিশুরা বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানার ও শেখার সুযোগ পেয়েছে। এরপর সে যখন প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) পর্যায়ে ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট বিদ্যালয়ে থাকে তখনও তার এই শিখন অব্যাহত থাকে। কিন্তু দিনের অন্যান্য সময় সে পরিবারের সঙ্গে থাকে। সুতরাং শিশুর বিকাশ ও শিখনে শিক্ষকের পাশাপাশি মাতা-পিতার ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য শিশুর সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাতা-পিতাকে শিশুর বিকাশ সম্পর্কে সচেতন ও এই প্রক্রিয়ায় তাদের নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। সে উদ্দেশ্যেই শিক্ষক প্রতিমাসে একবার অভিভাবক সভার আয়োজন করবেন।

খ. অভিভাবক সভা পরিচালনার কৌশল

অভিভাবক সভা পরিচালনার ক্ষেত্রে খুব সুনির্দিষ্ট ধরাবাঁধা নিয়ম-কানুনের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত নমনীয় কৌশল অবলম্বন করতে হবে। শিক্ষক তার বিদ্যালয় ও আশেপাশের এলাকার পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সংস্কৃতি অনুযায়ী সভার সময় ও পরিচালনার কৌশল নির্ধারণ করবেন। এছাড়াও প্রয়োজনে শিক্ষক ইতোপূর্বে যেসকল অভিভাবকগণ (শিশুর ৪+ বয়সের সময়) শিশুর সামগ্রিক বিষয় এবং অবস্থা সম্পর্কে অভিভাবক সভায় মত বিনিময় করেছিলেন, তাদের দিয়ে ৫+ পর্যায়ের অভিভাবক সভায় অভিজ্ঞতা বিনিময় করাবেন। সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণে শিক্ষক অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সুবিধাজনক সময়ে তা ঠিক করবেন। শিক্ষক মাসে একবার ক্লাস শুরুর হওয়ার আগে বা শেষ হবার পরে প্রধান শিক্ষক অথবা শ্রেণি শিক্ষকের সভাপতিত্বে সভার আয়োজন করবেন। অভিভাবক সভায় আলোচনার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করবেন-

- সভার শুরুতে কুশলাদি বিনিময় করে শিক্ষক শিশুরা শ্রেণিকক্ষে কী কী শিখছে, তাদের অনুভূতি, ভালোলাগা ও মন্দলাগা ইত্যাদি নিয়ে কথা বলবেন। প্রতি মাসেই শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিশুদের চলমান কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অভিভাবকদের অবহিত করবেন। এসময় শিক্ষক শিশুদের তৈরি চারুকলা/কারুকলার কাজ যেমন- পাতায় রং লাগিয়ে ছবি আঁকি, কাগজ ভাঁজ করতে শিখি, মাটির পুতুল বানাই ইত্যাদি এবং 'এসো লিখতে শিখি' অনুশীলন খাতা ও আমার বইয়ের কাজ দেখাতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) বিদ্যালয় শুরুর দিকে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত শিখন-শেখানো উপকরণ ও বিভিন্ন ধরনের খেলনা প্রদর্শন করতে পারেন।
- এরপর শিক্ষক পূর্ব নির্ধারিত প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। যেমন- সঠিক সময়ে স্কুলে উপস্থিতি, স্কুলের পাশাপাশি বাড়িতেও স্বাস্থ্যবিধি যেমন: দাঁত মাজা, হাত-মুখ ধোয়া, টয়লেট ব্যবহারের নিয়ম মেনে চলা ইত্যাদি।
- শিক্ষক অভিভাবকদের সঙ্গে বিষয়ভিত্তিক তথ্য প্রদান (বাড়িতে শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরি, শিশুদের সঙ্গে সহযোগিতামুলক আচরণ) ও আলোচনা করবেন।
- সবশেষে শিক্ষক সভার আলোচনার বিষয় ও সিদ্ধান্তসমূহ রেজিস্টারে লিখবেন।

অংশ-খঃ	প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি প্রক্রিয়ার ধারণা

শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাই

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হলো- উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিশুদের সার্বিক বিকাশে সহায়তা করা এবং প্রাথমিক শিক্ষায় স্বতঃস্ফূর্ত অভিষেক ঘটানো। এই লক্ষ্য এবং সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, দুই বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের (৪+ ও ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য) আওতাধীন প্রাক-প্রাথমিক ৫+ বয়সি শিশুদের জন্য ৯টি শিখনক্ষেত্র এবং ২৩টি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা এবং ততসংশ্লিষ্ট শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এইসব শিখনফল অর্জনের জন্য পরিকল্পিত কাজ, শিখন শেখানো কৌশল এবং শিখন শেখানো সামগ্রী ব্যবহারের দিক নির্দেশনা শিক্ষক সহায়িকায় অন্তর্ভুক্ত করা রয়েছে। আশা করা যায় যে, শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণ করে শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পরিকল্পিত কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারলে শিশুরা কাঙ্খিত শিখনফল ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। উল্লেখ্য যে কোন কাজের অবস্থানের পরিস্থিতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে অগ্রগতি যাচাই করা একটি কার্যকর পন্থা।

তদানুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিক্ষায় অংশগ্রহনকারী শিশুদের শিখন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে যাচাই করার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে।

শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের উদ্দেশ্য

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) পর্যায়ে শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ধারাবহিকভাবে শিশুর অংশগ্রহণের ধরন ও মাত্রা নিরুপণ করে কোন কোন ক্ষেত্রে আরো অগ্রগতির সুযোগ রয়েছে তা চিহ্নিত করে উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নেয়া। এই প্রসংগে বিশেষভাবে লক্ষনীয় যে শিশু কি কৃতকার্য (পাশ) বা অকৃতকার্য (ফেল) হলো তা নিরুপন করা নয় বরং যেসব ক্ষেত্রে আরো অগ্রগতির সুযোগ রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে শিশুকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিখন নিশ্চিত করা। পাশাপাশি এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রয়োজনবোধে সামগ্রীকভাবে পাঠ পরিকল্পনা, শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল আরও কার্যকর করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা।

শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের ক্ষেত্র

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত ৯টি শিখন ক্ষেত্রের আলোকে শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাই করা হবে। ৯টি শিখন ক্ষেত্র হলো:-

১. শারীরিক ও পেশীজ কার্যক্ষমতা
২. সামাজিক ও আবেগিক
৩. মূল্যবোধ ও নৈতিকতা
৪. ভাষা ও যোগাযোগ
৫. গণিত ও যুক্তি
৬. সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতা
৭. পরিবেশ ও জলবায়ু
৮. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
৯. শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা

শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের বৈশিষ্ট্য

৫+ বয়সি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের শিখন অগ্রগতি কোনো আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় যাচাই করা হবে না। এক্ষেত্রে শিশুরা শ্রেণিকক্ষ এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরে প্রতিদিন যেসব কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে (যেমন- ব্যায়াম, খেলা, গান, ছড়া, চারু-কারুর কাজ ইত্যাদি) শিক্ষক তা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পৃষ্ঠা নং ..... দেয়া শিখন অগ্রগতি পরিমাপক ছকে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করবেন এবং কোনো শিশুর শিখন অগ্রগতি কাঙ্খিত পর্যায়ে অর্জিত না হলে তা নিরূপন করে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। যেহেতু প্রত্যেক শিশুই সব অর্জন উপযোগী যোগ্যতা অর্জন করবে এমন প্রত্যাশা করা হয়েছে সেহেতু প্রত্যেক শিশুরই শিখন অগ্রগতি এককভাবে

(Individual) যাচাই করে প্রত্যেকের তথ্য আলাদা আলাদাভাবে ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের কৌশল

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) স্তরে একজন শিক্ষকই প্রতিদিনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন এবং প্রতিটি শিশু সম্পর্কেই যথাযথ ধারণা পোষণ করেন। শিশুর অবস্থা সম্পর্কে তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন। তাই শিক্ষক তার প্রতিদিনের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাই করবেন।

শিখন অগ্রগতি পরিমাপের সূচক

৯টি শিখন ক্ষেত্রের আলোকে শিখন অগ্রগতি পরিমাপ করার জন্য ১২টি সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি শিশুর প্রতিদিনের কাজ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে প্রতি মাসের শেষে শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছকটি (পৃষ্ঠা নং .....) পূরণ করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষক ধারাবাহিকভাবে সারা বছর ধরে প্রত্যেক শিশুর শিখন অগ্রগতি যাচাই করবেন।

শিখন অগ্রগতি পরিমাপক ছক পূরণের নিয়ম

প্রতিটি শিশুর জন্য নির্দিষ্ট ছকে নাম ও রোল নং লিখে ১২টি সূচকের বিপরীতে শিশুর শিখন অগ্রগতি প্রতি মাসের শেষে লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রতিটি সূচকের অগ্রগতি 'ক' অথবা 'খ' স্কেলের যেটি প্রযোজ্য সেটি লিখতে হবে। এক্ষেত্রে ক = ভালো, খ = উন্নতির প্রয়োজন। 'ক' অথবা 'খ' লিখার জন্য ----- পৃষ্ঠায় বর্ণিত সূচক পরিমাপের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। একইভাবে প্রতি চার মাস পর পর অর্থাৎ বছরে তিনবার (এপ্রিল মাসে প্রথমবার, আগস্ট মাসে দ্বিতীয়বার, এবং ডিসেম্বর মাসে শেষবার) ----- পৃষ্ঠায় দেয়া শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা অনুসারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

শিখন অগ্রগতি লিপিবদ্ধ করার রেজিস্টার

প্রতিটি শিশুর জন্য শিক্ষক সহায়িকায় (পৃষ্ঠা নং .....) প্রদত্ত শিখন অগ্রগতি পরিমাপ ছক তৈরি করে/ফটোকপি করে রেজিস্টার খাতা বানাতে হবে। এই রেজিস্টার খাতায় প্রতিটি শিশুর প্রতি মাসের ও প্রতি প্রান্তিকের অগ্রগতি লিপিবদ্ধ করতে হবে। বছর শেষে শিশুর শিখন অগ্রগতি এবং রেকর্ডকৃত মন্তব্যের আলোকে ৫+ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তি প্রত্যয়নপত্রে একটি সবল ও একটি উন্নয়নযোগ্য দিক (যদি থাকে) উল্লেখ করতে হবে। এর মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশ সম্পর্কে মাতা-পিতা ও পরবর্তী শ্রেণির শিক্ষককে বুঝতে ও সে অনুযায়ী সহায়তা প্রদান করতে সাহায্য করবে।

শিখন অগ্রগতির তথ্য বিশ্লেষণ ও অভিভাবকদের অবহিতকরণ

প্রতিটি শিশুর অগ্রগতি নিয়ে শিক্ষক মাসিক অভিভাবক সভায় আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে খুব বিস্তারিত বর্ণনায় না গিয়ে শুধু মূল তথ্যগুলো পিতা-মাতাকে অবহিত করবেন। উদাহরণস্বরূপ কোনো কাজে কোনো শিশু পারদর্শী হলে তার প্রশংসা করবেন (যেমন- কেউ হয়ত খুব ভালো ছবি আঁকে বা সুন্দর করে ছড়া বলে) এবং অভিভাবককে বাড়িতে শিশুকে ঐ কাজে আরো উৎসাহ দিতে বলবেন। আবার কোনো শিশুর যদি আচরণিক বা অন্যান্য কোনো সমস্যা থাকে (যেমন- অন্যদের সাথে মারামারি করে বা সময়মতো বিদ্যালয়ে আসে না ইত্যাদি) সেটিও পিতা-মাতাকে অবহিত করবেন এবং সেক্ষেত্রে করণীয় কী হতে পারে তা আলোচনা করবেন। তবে কোনো শিশুর সমস্যা সবার সামনে আলোচনা না করে নির্দিষ্ট শিশুর পিতা-মাতাকে আলাদা করে জানাতে হবে। এক্ষেত্রে যতটা সম্ভব আন্তরিকভাবে সমস্যাটি উপস্থাপন করে তার সমাধান করতে হবে। এর মাধ্যমে শিশুর ধারাবাহিক অগ্রগতি সম্পর্কে পিতা-মাতা সচেতন থাকবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করতে পারবেন।

প্রাক-প্রাথমিক (৪+ বয়সি) শিক্ষার্থীর বছরব্যাপী শিখন অগ্রগতি পরিমাপের ছক

শিশুর নাম.. রোল...

(নিচের প্রতিটি সূচকের ক্ষেত্রে 'ক' অথবা 'খ' লিখুন। এক্ষেত্রে ক = ভালো, খ = উন্নতির প্রয়োজন)

	অগ্রগতি পরিমাপক সূচক	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	১ম প্রান্তিক	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	২য় প্রান্তিক	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	৩য় প্রান্তিক
১	নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি															
২	শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে ব্যায়াম, খেলাধুলা ও দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সাবলীল অংশগ্রহণ															
৩	দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন করে															
৪	বিপদের উৎসসমূহ চিহ্নিত করে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত থাকার অনুশীলন করে।															
৫	পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ প্রদর্শন করে															
৬	বিভিন্ন উপায়ে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করে															
৭	তুলনা, অবস্থান,আকার-আকৃতি ও পরিমাপের ধারণা অর্জন করা এবং ব্যবহার করা															
৮	দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে সে অনুযায়ী কাজ বা সাড়া প্রদান করে															
৯	দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তির নাম বলতে পারে															
১০	বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের জিনিসপত্র যত্নের সাথে ব্যবহার করতে পারে															
১১	পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে আবেগ প্রকাশ করতে পারে															
১২	সহজলভ্য বিভিন্ন উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারে															

সূচক পরিমাপকের ব্যাখ্যা

শিখন অগ্রগতির সূচক	সূচক পরিমাপকের ব্যাখ্যা	
	'ক'= ভালো	'খ'=উন্নতির প্রয়োজন
১. নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি	• শিশুর উপস্থিতি ৮৫% এর বেশি	• শিশুর উপস্থিতি ৮৫% এর কম
২. শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে ব্যায়াম, খেলাধুলা ও দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সাবলীল অংশগ্রহণ	• শিশু আগ্রহের সাথে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ (হাত, পা, মাথা, কোমড়, হাত ও পায়ের আঙুল ইত্যাদি) সাবলীলভাবে ব্যবহার করে ব্যায়াম, খেলাধুলা ও দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৩. দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন করে	• স্বাস্থ্যবিধি (হাত-মুখ ধোয়া, দাঁত মাজা, নিরাপদ পানি খাওয়া, খাবার ঢেকে রাখা, ফলমূল ধুয়ে খাওয়া ইত্যাদি) সম্পর্কিত কাজগুলো বাড়ি থেকে করে আসে বা বন্ধুদের সাথে থাকাকালীন বা শ্রেণির বিভিন্ন কাজের সময় যথাযথ ভাবে অনুশীলন করে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৪. বিপদের উৎসসমূহ চিহ্নিত করে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত থাকার অনুশীলন করে।	• বিপদের উৎস (আগুন, বৈদ্যুতিক তার ও সুইচ, ঔষধ, কীটনাশক, কাঁচ, খোলা জলাশয়, গাছে ওঠা ইত্যাদি) শনাক্ত করে বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজের সময় উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৫. পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ প্রদর্শন করে	• সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও সামাজিক রীতি-নীতি (সহপাঠী, শিক্ষক ও অন্যান্যদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়, বড়োদের কথা শোনা, মিলেমিশে খেলতে পারা, সহযোগিতা করা, খাবার ভাগ করে খাওয়া ইত্যাদি) মেনে চলে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৬. বিভিন্ন উপায়ে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করে	• আনন্দের সাথে ছড়া বলতে পারে, গান গাইতে পারে; গল্প শুনে ও ছবির গল্প দেখে নিজের মতো করে বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বলতে পারে; ইচ্ছেমতো আঁকতে ও রঙ করতে পারে; বর্ণ শনাক্ত করে, বলতে ও লিখতে পারে, সহজ বাক্য ও শব্দ শুনে বলতে পারে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৭. তুলনা, আকার-আকৃতি, পরিমাপ, সংখ্যা ও গণনার ধারণা অর্জন ও ব্যবহার করে	• কাছে-দূরে, ভেতরে-বাহিরে, মোটা-চিকন, হালকা-ভারি, গোল, তিনকোনা, চারকোনা ইত্যাদি শনাক্ত করতে পারে এবং ১-২০ গণনা করতে পারে। বাস্তব উপকরণ এবং ছবি ব্যবহার করে এক অংকের যোগ বিয়োগ করতে পারে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৮. দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে সে অনুযায়ী কাজ বা সাড়া প্রদান করে	• শ্রেণিকক্ষের বাইরে, বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, বাড়ির চারপাশের বিভিন্ন ঘটনা (যেমন- দিন-রাত্রি, মেঘ থেকে বৃষ্টি, রৌদ্র-ছায়া, বাতাসে পাতা নড়ে, বীজ থেকে চারা হয়) পর্যবেক্ষণ করে সাড়া প্রদান (ঝড়-বৃষ্টির সময় ছাতা ব্যবহার, রৌদ্র থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য ছায়ায় দাঁড়ানো/ ছাতা ব্যবহার, গরম জিনিসে হাত না দেওয়া) করতে পারে	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।

শিখন অগ্রগতির সূচক	সূচক পরিমাপকের ব্যাখ্যা	
	'ক'= ভালো	'খ'=উন্নতির প্রয়োজন
৯. দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তির নাম ও এদের ব্যবহার সম্পর্কে জেনে তা নিরাপদভাবে ব্যবহার করতে পারে	• দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রযুক্তি পণ্যের নাম ও এদের ব্যবহার জেনে তা নিরাপদভাবে ব্যবহার (বৈদ্যুতিক সুইচ, ইস্ত্রি, বৈদ্যুতিক পাখা, সকেট, টেলিভিশন ও মোবাইল) করতে পারে	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
১০. নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল আচরণ করতে পারে	• নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের (যেমন- গাছপালা, পশুপাখি ইত্যাদি) প্রতি যত্নশীল আচরণ (যেমন-গাছের পাতা ও ফুল ছিঁড়বে না, পশুপাখিকে আঘাত করবে না, পানির অপচয় করবে না ইত্যাদি) করতে পারে	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
১১. পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে আবেগ প্রকাশ ও সাড়া দিতে পারে	• পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের আবেগ (রাগ-দুঃখ, কষ্ট, হাসি-আনন্দ) প্রকাশ করে, পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের আবেগ অনুযায়ী সাড়া প্রদান করতে পারে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজের আবেগ ব্যবস্থাপনা করতে পারে	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
১২. সহজলভ্য বিভিন্ন উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারে	• পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান যেমন-কাগজ, কাপড়, শোলা, কাদামাটি, কাঠি, পাতা, শস্যদানা ইত্যাদি ব্যবহার করে বিভিন্ন খেলনা (পুতুল, ফল, বল, মার্বেল, বাঁশি ইত্যাদি) তৈরি করতে পারে	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।

অগ্রগতি পরিমাপের জন্য শিক্ষকের প্রতি নির্দেশনা:

১. শিক্ষক প্রতি মাসে প্রতি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেমন- দাঁত মাজা, হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢাকা, বাড়িতে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে গুছিয়ে রাখা, টয়লেটের পরে সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়া, বড়োদের সম্মান করা ইত্যাদি বিষয়ে অভিভাবকের সাথে আলোচনা করে) ছকের নির্ধারিত ঘরে অগ্রগতি পরিমাপক 'ক' বা 'খ' লিখবেন।

২. সূচকের পরিমাপের জন্য প্রতি প্রান্তিকের মধ্যে যে অগ্রগতি সূচকের পরিমাপকটি বেশি বার আসবে তার দ্বারা প্রান্তিকের ফলাফল হিসেবে প্রকাশ করতে হবে। (যেমন: কোন শিশু যদি জানুয়ারি মাসে- ক, ফেব্রুয়ারি মাসে- ক, মার্চ মাসে- খ, এপ্রিল মাসে- ক পায়, তবে ১ম প্রান্তিকের পরিমাপক হবে ক)। আবার যদি শিশু অগ্রগতি সূচকের সমান সংখ্যক পরিমাপক পেয়ে থাকে তবে সর্বোচ্চ পরিমাপকটি দিতে হবে। (যেমন: কোন শিশু যদি জানুয়ারি মাসে- ক, ফেব্রুয়ারি মাসে- ক, মার্চ মাসে- খ, এপ্রিল মাসে- খ পায়, তবে ১ম প্রান্তিকের পরিমাপক হবে ক) বছরের শেষে তিন প্রান্তিকের মধ্যে আগের দুই প্রান্তিকের পরিমাপক ক এবং এক প্রান্তিক খ হলে চূড়ান্ত পরিমাপক হবে ক আবার তিন প্রান্তিকের মধ্যে আগের দুই প্রান্তিকের পরিমাপক খ এবং এক প্রান্তিক ক হলে চূড়ান্ত পরিমাপক হবে খ।

৩. যেসব শিক্ষার্থী শিখন অগ্রগতির 'ক (ভালো) অবস্থানে আছে শিক্ষক তাদের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন।

৪. যেসব শিক্ষার্থী শিখন অগ্রগতির 'খ' (উন্নতির প্রয়োজন) অবস্থানে আছে শিক্ষক তাদের প্রতি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে অগ্রগতির 'ক' পরিমাপক অর্জনে সহায়তা করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে অভিভাবকের সাথে আলোচনা করে সহায়তা গ্রহণ করবেন।

৫. শিশুর অগ্রগতি নিরূপনে মূল বিবেচ্য বিষয় হবে ঐ কাজে শিশুর আনন্দময় অংশগ্রহণ।

৬. শিশুদের অংশগ্রহণের উপর প্রতি ক্যালেন্ডার মাস বা জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ.. ... এইভাবে মাসিক সূচকের পরিমাপ করতে হবে। প্রতি দিন কাজ না থাকলেও যেদিন যে কাজটি থাকবে তা বিবেচনা করে সূচকের অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে।

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিক্ষার্থীর বছরব্যাপী শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছক

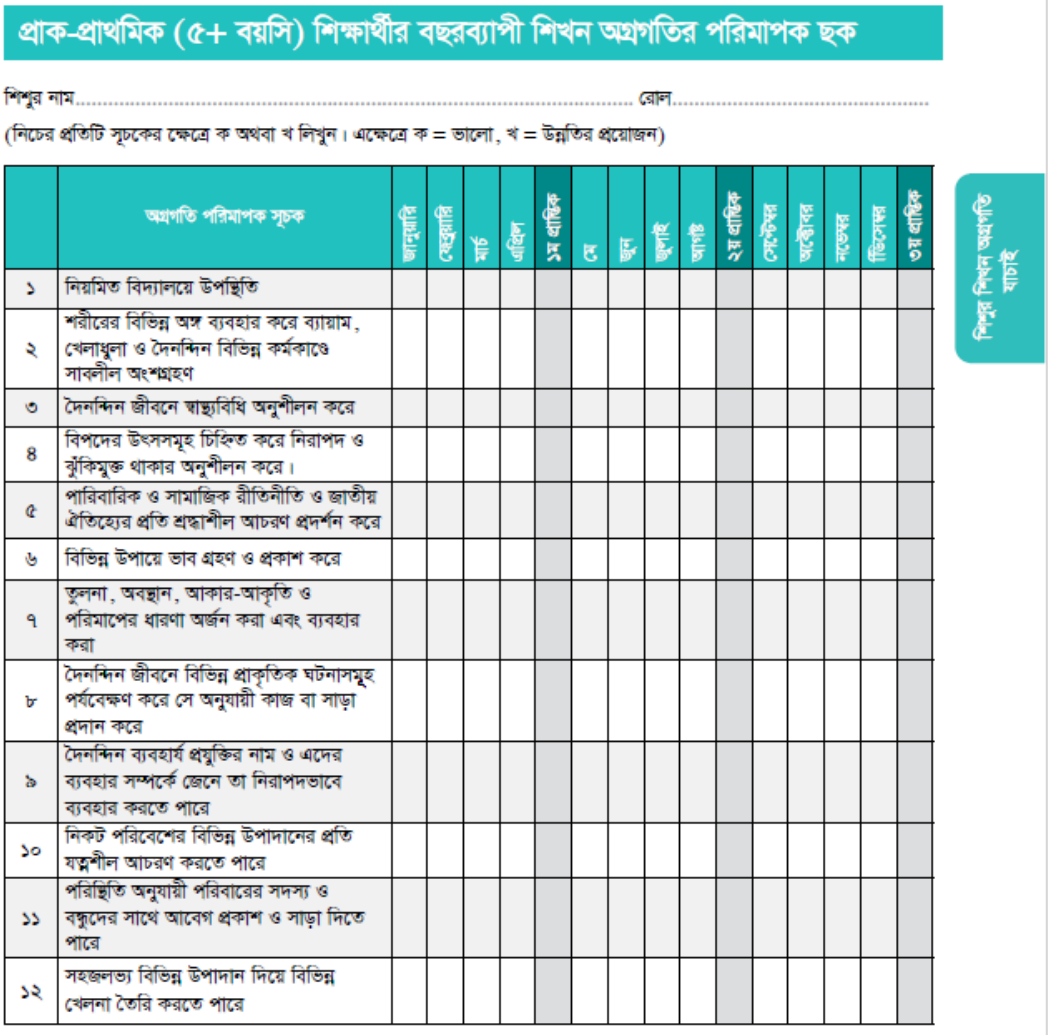

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিক্ষার্থীর বছরব্যাপী শিখন অগ্রগতির পরিমাপক ছক

শিশুর নাম..... রোল.....

(নিচের প্রতিটি সূচকের ক্ষেত্রে ক অথবা খ লিখুন। এক্ষেত্রে ক = ভালো, খ = উন্নতির প্রয়োজন)

	অগ্রগতি পরিমাপক সূচক	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	১ম প্রান্তিক	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	২য় প্রান্তিক	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	৩য় প্রান্তিক
১	নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি															
২	শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে ব্যায়াম, খেলাধুলা ও দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সাবলীল অংশগ্রহণ															
৩	দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন করে															
৪	বিপদের উৎসসমূহ চিহ্নিত করে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত থাকার অনুশীলন করে।															
৫	পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ প্রদর্শন করে															
৬	বিভিন্ন উপায়ে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করে															
৭	তুলনা, অবস্থান, আকার-আকৃতি ও পরিমাপের ধারণা অর্জন করা এবং ব্যবহার করা															
৮	দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে সে অনুযায়ী কাজ বা সাড়া প্রদান করে															
৯	দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তির নাম ও এদের ব্যবহার সম্পর্কে জেনে তা নিরাপদভাবে ব্যবহার করতে পারে															
১০	নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল আচরণ করতে পারে															
১১	পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে আবেগ প্রকাশ ও সাড়া দিতে পারে															
১২	সহজলভ্য বিভিন্ন উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারে															

বি. দ্রঃ পরের পৃষ্ঠায় ছকে দেওয়া সূচক পরিমাপকের ব্যাখ্যা অনুসরণ করে প্রতিটি সূচকের ক্ষেত্রে ‘ক’ বা ‘খ’ লিখতে হবে।

সূচক পরিমাপকের ব্যাখ্যা

শিখন অগ্রগতির সূচক	সূচক পরিমাপকের ব্যাখ্যা	
	'ক'= ভালো	'খ'=উন্নতির প্রয়োজন
১. নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি	• শিশুর উপস্থিতি ৮৫% এর বেশি	• শিশুর উপস্থিতি ৮৫% এর কম
২. শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ব্যবহার করে ব্যায়াম, খেলাধুলা ও দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সাবলীল অংশগ্রহণ	• শিশু আগ্রহের সাথে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ (হাত, পা, মাথা, কোমড়, হাত ও পায়ের আঙুল ইত্যাদি) সাবলীলভাবে ব্যবহার করে ব্যায়াম, খেলাধুলা ও দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৩. দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন করে	• স্বাস্থ্যবিধি (হাত-মুখ ধোয়া, দাঁত মাজা, নিরাপদ পানি খাওয়া, খাবার ঢেকে রাখা, ফলমূল ধুয়ে খাওয়া ইত্যাদি) সম্পর্কিত কাজগুলো বাড়ি থেকে করে আসে বা বন্ধুদের সাথে থাকাকালীন বা শ্রেণির বিভিন্ন কাজের সময় যথাযথ ভাবে অনুশীলন করে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৪. বিপদের উৎসসমূহ চিহ্নিত করে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত থাকার অনুশীলন করে।	• বিপদের উৎস (আগুন, বৈদ্যুতিক তার ও সুইচ, ঔষধ, কীটনাশক, কাঁচ, খোলা জলাশয়, গাছে ওঠা ইত্যাদি) শনাক্ত করে বাড়িতে ও বিদ্যালয়ে বিভিন্ন কাজের সময় উৎসাহের সাথে অংশগ্রহণ করে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৫. পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি ও জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ প্রদর্শন করে	• সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও সামাজিক রীতি-নীতি (সহপাঠী, শিক্ষক ও অন্যান্যদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়, বড়োদের কথা শোনা, মিলেমিশে খেলতে পারা, সহযোগিতা করা, খাবার ভাগ করে খাওয়া ইত্যাদি) মেনে চলে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৬. বিভিন্ন উপায়ে ভাব গ্রহণ ও প্রকাশ করে	• আনন্দের সাথে ছড়া বলতে পারে, গান গাইতে পারে; গল্প শুনে ও ছবির গল্প দেখে নিজের মতো করে বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বলতে পারে; ইচ্ছেমতো আঁকতে ও রঙ করতে পারে; বর্ণ শনাক্ত করে, বলতে ও লিখতে পারে, সহজ বাক্য ও শব্দ শুনে বলতে পারে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৭. তুলনা, আকার-আকৃতি, পরিমাপ, সংখ্যা ও গণনার ধারণা অর্জন ও ব্যবহার করে	• কাছে-দূরে, ভেতরে-বাহিরে, মোটা-চিকন, হালকা-ভারি, গোল,তিনকোনা, চারকোনা ইত্যাদি শনাক্ত করতে পারে এবং ১-২০ গণনা করতে পারে। বাস্তব উপকরণ এবং ছবি ব্যবহার করে এক অংকের যোগ বিয়োগ করতে পারে।	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
৮. দৈনন্দিন জীবনে বিভি-ন্ন প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করে সে অনুযায়ী কাজ বা সাড়া প্রদান করে	• শ্রেণিকক্ষের বাইরে, বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, বাড়ির চারপাশের বিভিন্ন ঘটনা (যেমন- দিন-রাত্রি, মেঘ থেকে বৃষ্টি, রৌদ্র-ছায়া, বাতাসে পাতা নড়ে, বীজ থেকে চারা হয়) পর্যবেক্ষণ করে সাড়া প্রদান (ঝড়-বৃষ্টির সময় ছাতা ব্যবহার, রৌদ্র থেকে নিজেকে রক্ষার জন্য ছায়ায় দাঁড়ানো/ ছাতা ব্যবহার, গরম জিনিসে হাত না দেওয়া) করতে পারে	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।

শিখন অগ্রগতির সূচক	সূচক পরিমাপকের ব্যাখ্যা	
	'ক'= ভালো	'খ'=উন্নতির প্রয়োজন
৯. দৈনন্দিন ব্যবহার্য প্রযুক্তির নাম ও এদের ব্যবহ-ার সম্পর্কে জেনে তা নিরাপদভাবে ব্যবহার করতে পারে	• দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রযুক্তি পণ্যের নাম ও এদের ব্যবহার জেনে তা নিরাপদভাবে ব্যবহার (বৈদ্যুতিক সুইচ, ইস্ত্রি, বৈদ্যুতিক পাখা, সকেট, টেলিভিশন ও মোবাইল) করতে পারে	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
১০. নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের প্রতি যত্নশীল আচরণ করতে পারে	• নিকট পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের (যেমন- গাছপালা, পশুপাখি ইত্যাদি) প্রতি যত্নশীল আচরণ (যেমন-গাছের পাতা ও ফুল ছিঁড়বে না, পশুপাখিকে আঘাত করবে না, পানির অপচয় করবে না ইত্যাদি) করতে পারে	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
১১. পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সাথে আবেগ প্রকাশ ও সাড়া দিতে পারে	• পরিস্থতি অনুযায়ী নিজের আবেগ (রাগ-দুঃখ, কষ্ট, হাসি-আনন্দ) প্রকাশ করে, পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের আবেগ অনুযায়ী সাড়া প্রদান করতে পারে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজের আবেগ ব্যবস্থাপনা করতে পারে	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।
১২. সহজলভ্য বিভিন্ন উপাদান দিয়ে বিভিন্ন খেলনা তৈরি করতে পারে	• পরিবেশের সহজলভ্য উপাদান যেমন-কাগজ, কাপড়, শোলা, কাদামাটি, কাঠি, পাতা, শস্যদানা ইত্যাদি ব্যবহার করে বিভিন্ন খেলনা (পুতুল, ফল, বল, মার্বেল, বাঁশি ইত্যাদি) তৈরি করতে পারে	• বামপাশের কলামে উল্লিখিত কাজসমূহে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ করে না।

অগ্রগতি পরিমাপের জন্য শিক্ষকের প্রতি নির্দেশনা:

১. শিক্ষক প্রতি মাসে প্রতি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যেমন- দাঁত মাজা, হাঁচি-কাশির সময় নাক-মুখ ঢাকা, বাড়িতে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে গুছিয়ে রাখা, টয়লেটের পরে সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোয়া ইত্যাদি বিষয়ে অভিভাবকের সাথে আলোচনা করে) ছকের নির্ধারিত ঘরে অগ্রগতি পরিমাপক 'ক' বা 'খ' লিখবেন।

২. সূচকের পরিমাপের জন্য প্রতি প্রান্তিকের মধ্যে যে অগ্রগতি সূচকের পরিমাপকটি বেশি বার আসবে তার দ্বারা প্রান্তিকের ফলাফল হিসেবে প্রকাশ করতে হবে। (যেমন: কোন শিশু যদি জানুয়ারি মাসে- ক, ফেব্রুয়ারি মাসে- ক, মার্চ মাসে- খ, এপ্রিল মাসে- ক পায়, তবে ১ম প্রান্তিকের পরিমাপক হবে ক)। আবার যদি শিশু অগ্রগতি সূচকের সমান সংখ্যক পরিমাপক পেয়ে থাকে তবে সর্বোচ্চ পরিমাপকটি দিতে হবে। (যেমন: কোন শিশু যদি জানুয়ারি মাসে- ক, ফেব্রুয়ারি মাসে- ক, মার্চ মাসে- খ, এপ্রিল মাসে- খ পায়, তবে ১ম প্রান্তিকের পরিমাপক হবে ক) বছরের শেষে তিন প্রান্তিকের মধ্যে আগের দুই প্রান্তিকের পরিমাপক ক এবং এক প্রান্তিক খ হলে চুড়ান্ত পরিমাপক হবে ক আবার তিন প্রান্তিকের মধ্যে আগের দুই প্রান্তিকের পরিমাপক খ এবং এক প্রান্তিক ক হলে চুড়ান্ত পরিমাপক হবে খ।

৩. যেসব শিক্ষার্থী শিখন অগ্রগতির ক (ভালো) অবস্থানে আছে শিক্ষক তাদের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান করবেন।

৪. যেসব শিক্ষার্থী শিখন অগ্রগতির 'খ' (উন্নতির প্রয়োজন) অবস্থানে আছে শিক্ষক তাদের প্রতি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে অগ্রগতির 'ক' পরিমাপক অর্জনে সহায়তা করবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে অভিভাবকের সাথে আলোচনা করে সহায়ত গ্রহণ করবেন।

৫. শিশুর অগ্রগতি নিরূপনে মূল বিবেচ্য বিষয় হবে ঐ কাজে শিশুর আনন্দময় অংশগ্রহণ।

৬. শিশুদের অংশগ্রহণের উপর প্রতি ক্যালেন্ডার মাস বা জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ.. ... এইভাবে মাসিক সূচকের পরিমাপ করতে হবে। প্রতি দিন কাজ না থাকলেও যেদিন যে কাজটি থাকবে তা বিবেচনা করে সূচকের অবস্থান নির্ধারণ করতে হবে।

প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) সমাপ্তি প্রত্যয়নপত্র

শিশুর নাম.....

অভিভাবকের নাম.....

রোল..... শিক্ষাবর্ষ.....

..... বিদ্যালয়ে এক বছর

মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক (৫+ বয়সি) শিক্ষা কার্যক্রমে সফলতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছে। সে এখন প্রাথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য প্রস্তুত।

মন্তব্য:

.....

.....

.....

.....

শ্রেণি শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর

তারিখ

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর ও সিল

তারিখ

শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষক সহায়িকার (৪+ বয়সি) পৃষ্ঠা ১৯৪-২০৬ পর্যন্ত এবং শিক্ষক সহায়িকার (৫+ বয়সি) পৃষ্ঠা ২৪০-২৫০ পর্যন্ত অনুসরণ করুন।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থ:

১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ২০২২
২. শিক্ষক সহায়িকা (৪+)
৩. শিক্ষক সহায়িকা (৫+)
৪. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, শ্রেণিকক্ষ ও উপকরণ বিন্যাস, সজ্জা এবং ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, পেশাগত শিক্ষা, দ্বিতীয় খণ্ড-তথ্যপুস্তক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ, ডিসেম্বর ২০১৯
৫. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রাক-প্রাথমিক (৪+ ও ৫+ বয়সী শিশুর জন্য) শ্রেণির শিক্ষক সহায়িকা।
৬. https://www.who.int/publications/m/item/mental-health-atlas-bgd-2020-country-profile , National Mental Health Policy, Bangladesh
৭. জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য নীতি, বাংলাদেশ-২০২২
৮. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, পরিমার্জিত ও সংশোধিত: মার্চ ২০১৪
৯. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সেবা প্রদানের ন্যূনতম মানদণ্ডসমূহ। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, তারিখ-২৫/০২/২০১৬

NATIONAL ACADEMY FOR PRIMARY EDUCATION
MYMENSINGH

শিক্ষা গবেষণা উন্নয়ন

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ